মস্কোয় শতাধিক প্রাণ বাঁচানো মুসলিম কিশোরকে সম্মাননা

● ● ● ●

সারে-জমিন

দুটো কিডনি বিকল, মৃত্যু প্রহর সেনাউলের

রূপসী বাংলা

New form of Corruption Electoral Bond

নির্বাচনী বন্ডের নামে যেভাবে ‘রাজনৈতিক চাঁদাবাজি’

সম্পাদকীয়

প্রচারে বেহাল রাস্তার হাল ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দেবের

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
২ এপ্রিল, ২০২৪
১৯ চৈত্র ১৪৩০
২২ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

রদ্রিগোর জোড়া গোলে শিরোপার আরও কাছে রিয়াল

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 91 ■ Daily APONZONE ■ 2 April 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ভোজশালায় এএসআই সমীক্ষা স্থগিত নয়: শীর্ষ কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: সোমবার সুপ্রিম কোর্ট কামাল মাওলা মসজিদের (ভোজশালা কমপ্লেক্স) এএসআই সমীক্ষা স্থগিত করতে অস্বীকার করেছে। মধ্যপ্রদেশের ধর জেলার এই উপাসনালয়টি হিন্দু পক্ষের বলে দাবি। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এএসআই সমীক্ষার ফলাফলের অনুমতি ছাড়া কোনও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়। হিন্দু পক্ষ ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ (এএসআই) দ্বারা সুরক্ষিত একাদশ শতকের কামাল মাওলা মসজিদ (ভোজশালা) টিকে ভগ দেবী (দেবী সরস্বতী) নিবেদিত একটি মন্দির হিসাবে বিবেচনা করে। ২০০৩ সালের ৭ এপ্রিল এএসআই দ্বারা করা একটি ব্যবস্থার অধীনে, হিন্দুরা মঙ্গলবার বিতর্কিত মন্দিরের প্রাঙ্গণে পূজা দেয়, আর মুসলমানরা শুক্রবার প্রাঙ্গণে নামাজ পড়ে।

বিচারপতি ঋষি কেশ রায় এবং পিকে মিশ্রের একটি বেঞ্চ মাওলানা কামালউদ্দিন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দ্বারা দায়ের করা একটি পিটিশনে কেন্দ্র, মধ্যপ্রদেশ সরকার, এএসআই এবং অন্যান্যদের দ্বারা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার উপর মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ১১ মার্চের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে। তার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট নোটিশ জারি করা হয়েছে। তাদের সবাইকে চার সপ্তাহের মধ্যে নোটিশের জবাব দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট।

উত্তরবঙ্গে ঝড় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপালও

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার আলিপুরদুয়ারের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

রবিবার জলপাইগুড়ি শহর ও তার আশেপাশের এলাকায় আকস্মিক ঝড় ও ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে কমপক্ষে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২০০ জনেরও বেশি লোক গৃহহীন হয়ে পড়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার রাতে উত্তরবঙ্গে ছুটে গিয়েছিলেন এবং আহতদের যে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে সেখানে গিয়েছিলেন। ঝড়ে নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

এদিন ভোরে জলপাইগুড়ি পৌঁছে বসু পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে দেখতে যান। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিপর্যয়ের পর দ্রুত ত্রাণ শিবির স্থাপনের জন্য আমি তাঁদের সাধুবাদ জানাই। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য আমি বিধায়ক এবং অন্যান্য নেতাদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আকস্মিক ঝড়ের কারণে ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রা দেখে তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের কিছু জায়গায় ছড়িয়ে পড়া ঝড়ে অন্তত দেড় হাজার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি আগামীকাল আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রামে আমার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পাঠাব, যেখানে ২২০টি ত্রাণ শিবির স্থাপন করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে রবিবার রাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যেহেতু আদর্শ আচরণবিধি রয়েছে, তাই এ নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

এক প্রশাসনিক কর্তা জানান, ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নে কিছুটা সময় লাগবে, তবে জেলা প্রশাসনের প্রতিবেদন দেখে এটি বিশাল বলে মনে হচ্ছে।

ময়নাগুড়িতে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রাজ্যপাল বলেন, কেন্দ্রীয় বিপর্যয় তহবিল থেকে সব রাজ্যকে টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু কীভাবে তা কাজে লাগানো হবে তা নির্ভর করছে রাজ্য সরকারের উপর।

সব ইভিএমে ভিভিপ্যাট রাখার আর্জিতে সুপ্রিম নোটিশ কমিশনকে

আপনজন ডেস্ক: ভোটের সময় সব ইভিএম মেশিনে ভোটার-ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল (ভিভিপিএটি) স্লিপের ব্যবস্থার দাবিতে দায়ের করা পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে (ইসিআই) নোটিশ দিয়েছে।

বর্তমান প্রক্রিয়া অনুযায়ী, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে পাঁচটি বিচ্ছিন্ন নির্বাচিত ইভিএমে (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) দেওয়া ভোটের মাধ্যমেই ভিভিপ্যাট যাচাই করা হয়।

এই মামলায় আবেদনকারী আবেদন করেছেন যে প্রতিটি ইভিএম ভোট ভিভিপ্যাট স্লিপের মাধ্যমে গণনা করা উচিত।

আবেদনকারী আরও অনুরোধ করেছেন, ভোটারদের তাদের ভোট সঠিকভাবে নিবন্ধিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ভিভিপ্যাট দ্বারা উৎপাদিত স্লিপগুলি ব্যালট বাক্সে রাখার অনুমতি দেওয়া হোক।

বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ জারি করে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট সংক্রান্ত অন্যান্য বিচারাধীন বিষয়ের সঙ্গে এই আবেদনকে ট্যাগ করে।

কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী বিচ্ছিন্নভাবে ভিভিপ্যাট যাচাইকরণ করার কথা। তার বিরুদ্ধে আর্জি জানানা আইনজীবী এবং সমাজকর্মী অরুণ কুমার আগরওয়াল। আগরওয়াল যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই প্রক্রিয়াটি অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব ঘটায়।

জানুয়ারির শেষে, কংগ্রেস জাতীয় ভোটার দিবসে নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করেছিল যে তারা নির্বাচনে ভিভিপ্যাটের আরও বেশি ব্যবহারের দাবিতে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেছিল। এটিকে “অবিচার” বলে অভিহিত করে বলেছিল, এই প্রক্রিয়া গণতন্ত্রের একেবারে ভিত্তিতেই আঘাত করেছে।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও বলেন, জাতীয় ভোটার দিবস জনগণের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বাধীনতা প্রয়োগ করে তাদের নিজস্ব ভাগ্য নির্ধারণের শক্তিকে পুনরায় নিশ্চিত করেছে।

দলের সাংসদ তথা সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এক্স-এ একটি পোস্টে লিখেছেন, “ভিভিপ্যাট ভোটার-ভেরিফায়েড পেপার অডিট ট্রেইল ছাড়া আর কিছুই নয়। নির্বাচন কমিশনের এই ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান একটি অবিচার যা আমাদের গণতন্ত্রের একেবারে ভিত্তিতেই আঘাত করে। ভোটারদের তাদের ভোট সঠিকভাবে রেকর্ড করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করার অধিকার আছে।

২০২২ সালের মার্চ মাসে, পাঁচটি বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার দু’দিন আগে, সুপ্রিম কোর্ট প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ভিভিপ্যাট পেপার স্লিপের বাধ্যতামূলক যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্নভাবে নির্বাচিত ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ চেয়ে একটি আবেদনের জরুরি তালিকা মঞ্জুর করতে অস্বীকার করেছিল।

সুপ্রিম কোর্টের আজকের নির্দেশের প্রতিক্রিয়ায় রমেশ আরও একবার এক্স-এ পোস্ট করেছেন, “এটা ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন ভারতীয় দলের নেতাদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেছে, যারা ইভিএমের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়াতে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য ১০০ শতাংশ ভিভিপ্যাটের দাবি করে আসছে। কেন্দ্রকে দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের নোটিশটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ। তবে এটি অর্থবহ হওয়ার জন্য বিষয়টি নির্বাচন শুরু হওয়ার আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

উল্লেখ্য, বারে বারে বিজেপি বিরোধী দলগুলি অভিযোগ করে আসছে ইভিএমে কারচুপির বিরুদ্ধে। এর আগে ইভিএমের যে কোনও বোতাম টিপলে পদ্মফুলে ছাপ মারার অভিযোগ উঠেছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু জায়গার ইভিএম পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল নির্বাচন কমিশন।

আয়কর মামলার নোটিশ নিয়ে আপাতত স্বস্তি পাচ্ছে কংগ্রেস

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
Indian National Congress
INCOME TAX DEPARTMENT

আপনজন ডেস্ক: ভোট না মেটা পর্যন্ত আয়কর সংক্রান্ত দাবিতে কংগ্রেসকে হয়রান হতে হবে না। সুপ্রিম কোর্টে এ-সংক্রান্ত মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার সোমবার জানিয়েছে, ভোট না মিটলে তারা বকেয়া আদায়ে অগ্রসর হবে না। ভারতের লোকসভার ভোট শেষ হবে আগামী ১ জুন। ৪ জুন ভোট গণনা হবে। আয়কর মামলার পরবর্তী শুনানি ২৪ জুলাই। অর্থাৎ তত দিন পর্যন্ত কংগ্রেসের স্বস্তি। ভোটের আগে আয়কর বিভাগের কাছ থেকে পুরোনো বকেয়া পেতে একের পর এক নোটিশ পেয়ে বিব্রত ও বিড়ম্বিত কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিল। তাদের অভিযোগ, আয়কর বিভাগ পুরোনো বকেয়াসহ মোট ৩ হাজার ৫৬৭ কোটি রুপি আদায়ে তাদের নোটিশ পাঠিয়েছে। বেশ কয়েকটি ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে। জবরদস্তি হিসাব থেকে ১৩৫ কোটি রুপি আদায় করেছে। এসব কিছু তারা করছে, যাতে ভোটে দল প্রচার করতে না পারে।

গতকাল রোববার দিল্লিতে রামলীলা ময়দানের জনসভায়ও কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা এ নিয়ে অভিযোগ করেন। রাহুল গান্ধী বিজেপির এই ব্যবস্থাকে ‘ট্যাক্স টেররিজম’ বা ‘কর সন্ত্রাস’ আখ্যা দেন। তিনি বলেন, বিজেপি এটা করছে, যাতে কংগ্রেস এই ভোটে অর্থ না পেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে।

কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা বলেন, ভোটের সময় সবার জন্যই সমান সুযোগ দেওয়ার কথা নির্বাচন কমিশন বললেও বিজেপির এই পীড়নের বিরুদ্ধে তারা নির্বাক। বলা সত্ত্বেও তারা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

কংগ্রেসের করা এই মামলা ওঠে বিচারপতি বি ভি নাগরত্না ও বিচারপতি এ জি মসিহর এজলাসে। তাঁদের প্রশ্নের মুখে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, ভোট না মেটা পর্যন্ত আয়কর বিভাগ এই বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেবে না।

তুষার মেহতা বলেন, ২০২৪ সালে তাদের বকেয়া বাবদ ২০ শতাংশ আয়কর দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তারপর ১৩৫ কোটি রুপি উদ্ধার করা হয়। ১ হাজার ৭০০ কোটি রুপির দাবি পরে জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে যা কিছু করার, তা ভোটের পরেই করা হবে। ভোটের সময় কিছু করা হবে না।

কংগ্রেসের পক্ষে সওয়াল করেন অভিষেক মনু সিংভি। তিনি বলেন, কংগ্রেস কোনো লাভজনক সংস্থা নয়। এটি একটি রাজনৈতিক দল। অথচ আয়কর দপ্তর সম্পত্তি জব্দ করে ১৩৫ কোটি টাকা আদায় করেছে। জবাবে সলিসিটর জেনারেল বলেন, এ বিষয়ে তাঁরা পরে তাঁদের বক্তব্য জানাবেন। এখন নয়।

যোগী রাজ্যে দলিত ছাত্র পা স্পর্শ না করায় লাথি মারার অভিযোগে ধৃত শিক্ষক

আপনজন ডেস্ক: ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্র শিক্ষকের পা ছুঁতে না চাওয়ায় জাতিবিদ্বেষী মন্তব্য করার অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের প্রাথমিক স্কুলের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শিশুটির বাবা অকালজিৎ তাঁর অভিযোগে জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে মণীশের চোখে গুরুতর আঘাত লেগেছে এবং শিক্ষকের হাতে মারধরের সময় পিঠে আঘাত লেগেছে। বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে উরওয়া থানা এলাকার মুররপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অঙ্কের শিক্ষক রবিশঙ্কর পান্ডের বিরুদ্ধে এসসি/এসটি আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অকালজিতের মতে, ২৭ মার্চ অবকাশের সময় স্কুলে ঘটনাটি ঘটেছিল যখন পান্ডে মণীশকে সম্মান জানানোর রীতি হিসাবে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে বলেছিলেন। ছেলেটি তা করতে অস্বীকার করলে শিক্ষক তাকে তুলে নিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ার আগে লাথি ও ঘুষি মারেন বলে অভিযোগ।

অভিযোগের বরাত দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, আঘাত পাওয়ার পর মণীশ কান্নাকাটি শুরু করলে ওই শিক্ষক তাকে গালিগালাজ করেন এবং স্কুল থেকে বহিষ্কারের হুমকিও দেন।

অকালজিৎ আরও অভিযোগ করেছেন যে এই ঘটনায় তার ছেলের চোখের ভিতরের আস্তরণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, অকালজিতের অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত করছে।

বেসিক শিক্ষা অধিকার (বিএসএ) রমেন্দ্র কুমার বলেছেন যে মামলাটি তার নজরে এসেছে এবং বিষয়টি নিরপেক্ষতার সাথে তদন্ত করা হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযুক্ত শিক্ষককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

জ্ঞানবাপীর তেহখানায় নামাজ বন্ধের অনুমতির আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদের দক্ষিণ সেলারে ‘ব্যাসজি কা তেহখানা’ নামে পরিচিত এলাকায় নামাজ পড়া থেকে বিরত রাখতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে নোটিশ জারি করেছে।

আদালত উল্লেখ করেন, মসজিদের উত্তর পাশে মুসল্লিদের প্রবেশ ও নামাজ পড়ার জন্য একটি প্রবেশ পথ রয়েছে এবং দক্ষিণ পাশে সেলারটির একটি পৃথক প্রবেশপথ রয়েছে।

বেঞ্চ সেলারে পূজা এবং মসজিদে নামাজ আপাতত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে এবং জুলাই মাসে বিষয়টি চূড়ান্ত শুনানির জন্য নির্ধারণ করেছে।

বেঞ্চ বলেছে, স্থিতাবস্থা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে উভয় সম্প্রদায় ধর্মীয় উপাসনা করতে পারে।

মুসলিম পক্ষের পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট হুজেফা আহমাদি জানান, ১৯৯৩ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে কোনও ‘পুজো’ হয়নি এবং তেহখানা তালাবদ্ধ ছিল। তারা ১৯৪৭ সালে বিরাজমান স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করা যায় না বলে যুক্তি দেওয়ার জন্য উপাসনাস্থল আইন প্রয়োগ করেছিল। তিনি বলেন, উপরসহ সর্বত্র মসজিদে নামাজ আদায় হয়, কিন্তু এখন সেই নামাজ বন্ধের আবেদন উঠেছে।

তিনি বলেন, একটু একটু করে তারা আমাদের মসজিদ থেকে বের করে দিচ্ছে।

প্রবীণ আইনজীবী শ্যাম দিভান এবং আইনজীবী বিষ্ণু শঙ্কর জৈনের নেতৃত্বে হিন্দু পক্ষ হাইকোর্টের রায়কে সমর্থন করে।

বেঞ্চ অবশ্য বলেছে, মুসলিমরা নির্বিঘ্নে নামাজ পড়াচ্ছেন এবং হিন্দু পুরোহিতদের পুজো ও পুজো তেহখানায় সীমাবদ্ধ, তাই স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই সমীচীন হবে।

আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মাসাজিদ কমিটির প্রতিনিধিত্বকারী আহমাদি তার উপস্থাপনে বলেন, ট্রায়াল কোর্ট এবং তারপরে উচ্চ আদালত কর্তৃক একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল এবং আদেশের প্রভাব অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে চূড়ান্ত প্রভাব পড়েছে। আহমাদি বলেন, তারা (হিন্দু পক্ষ) জায়গাটি দখল করেছে এবং পূজা হচ্ছে।

হিন্দু পক্ষের যুক্তি ছিল, ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সোমনাথ ব্যাস ও তার পরিবার বেসমেন্টে পূজা করতেন এবং রাজ্যের তৎকালীন মুলায়ম সিং যাদব সরকার এই পুজো নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

গত ৩১ জানুয়ারি জেলা আদালত পুজো চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

এরপরই জেলা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সেই আবেদন খারিজ করে দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্ট। মামলার পুরো রেকর্ড দেখার পরে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির যুক্তিতর্ক বিবেচনা করার পরে, আদালত গত ১৭ জানুয়ারি জেলা জজ দ্বারা প্রদত্ত রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও ভিত্তি খুঁজে পায়নি যা ডিএম, বারাণসীকে সম্পত্তির রিসিভার হিসাবে নিয়োগ করেছিল এবং ৩১ জানুয়ারির তারিখে অআদালত এক আদেশ দেয়, যার মাধ্যমে জেলা আদালত তেহখানায় (সেলার) পূজাকে অনুমতি দিয়েছিল।

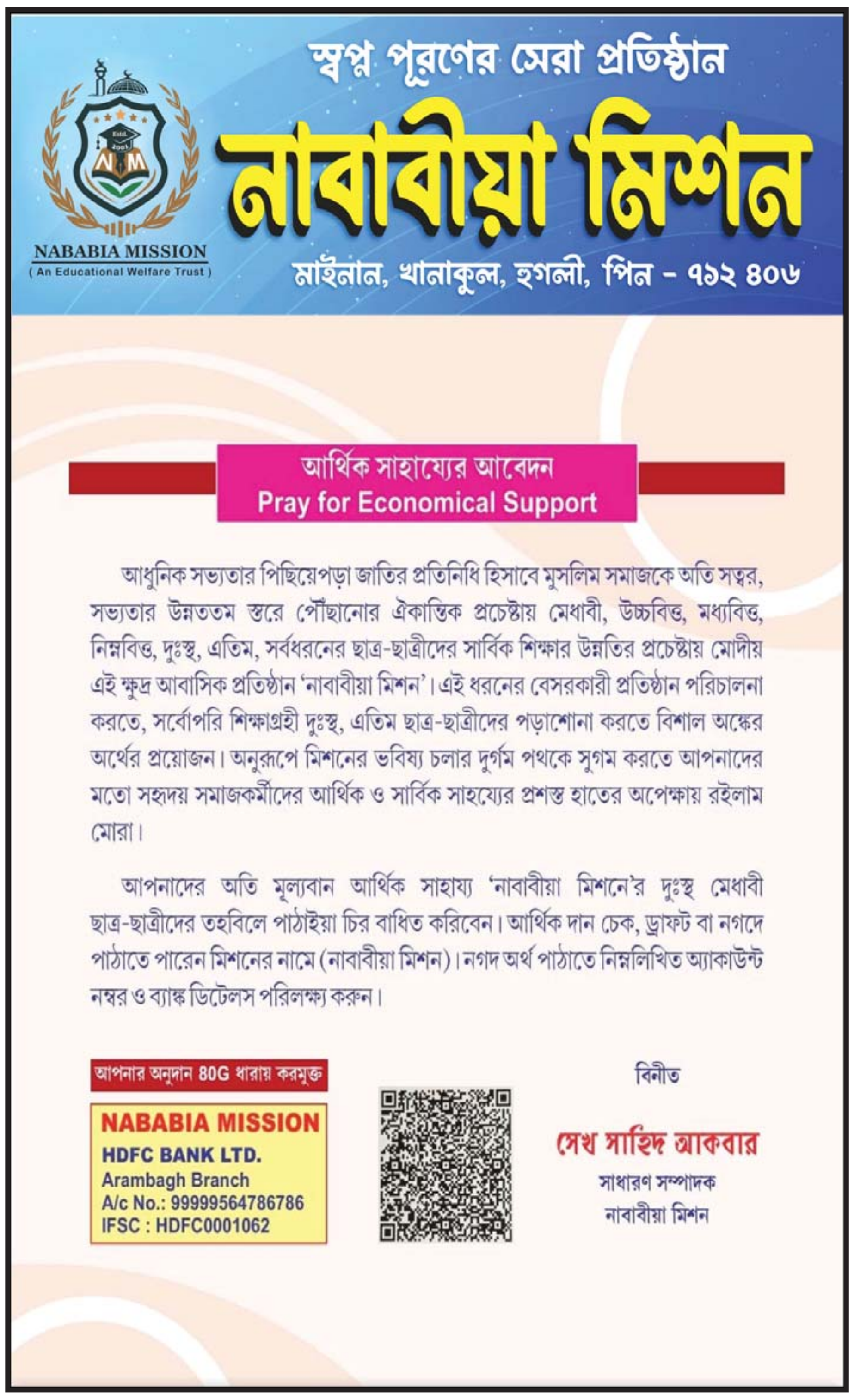

স্বপ্ন পূরণের সেরা প্রতিষ্ঠান

নাবাবীয়া মিশন

NABABIA MISSION
(An Educational Welfare Trust)

মাইনান, খানাকুল, হুগলী, পিন - ৭১২ ৪০৬

আর্থিক সাহায্যের আবেদন
Pray for Economical Support

আধুনিক সভ্যতার পিছিয়েপড়া জাতির প্রতিনিধি হিসাবে মুসলিম সমাজকে অতি সত্বর, সভ্যতার উন্নততম স্তরে পৌঁছানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মেধাবী, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, দুঃস্থ, এতিম, সর্বধরনের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক শিক্ষার উন্নতির প্রচেষ্টায় মোদীয় এই ক্ষুদ্র আবাসিক প্রতিষ্ঠান ‘নাবাবীয়া মিশন’। এই ধরনের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে, সর্বোপরি শিক্ষাগ্রহী দুঃস্থ, এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা করতে বিশাল অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন। অনুরূপে মিশনের ভবিষ্য চলার দুর্গম পথকে সুগম করতে আপনাদের মতো সহৃদয় সমাজকর্মীদের আর্থিক ও সার্বিক সাহায্যের প্রশস্ত হাতের অপেক্ষায় রইলাম মোরা।

আপনাদের অতি মূল্যবান আর্থিক সাহায্য ‘নাবাবীয়া মিশনে’র দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের তহবিলে পাঠাইয়া চির বাধিত করিবেন। আর্থিক দান চেক, ড্রাফট বা নগদে পাঠাতে পারেন মিশনের নামে (নাবাবীয়া মিশন)। নগদ অর্থ পাঠাতে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্ট নম্বর ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস পরিলক্ষ্য করুন।

আপনার অনুদান 80G ধারায় করমুক্ত

NABABIA MISSION
HDFC BANK LTD.
Arambagh Branch
A/c No.: 99999564786786
IFSC : HDFC0001062

বিনীত
সেখ সাহিদ আকবার
সাধারণ সম্পাদক
নাবাবীয়া মিশন

প্রথম নজর

শুরু হল রোজভ্যালির টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া

Rose Valley Assets Disposal Committee
Rose Valley

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শুরু হল রোজভ্যালির টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া। রোজভ্যালির তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান বিচারপতি দিলীপ কুমার শেঠ দ্বারা পরিচালিত কমিটি জানিয়েছে www.rosevalleyadc.com ওয়েবসাইটে রোজভ্যালির আমানতকারীরা টাকা ফেরতের আবেদন করতে পারেন। আবেদন করার জন্য আমানতকারীকে বিশেষ কিছু নথি দ্বারা অনলাইনে পেশ করতে হবে। অনলইলে আবেদন করার জন্য লাগবে, রোজভ্যালি কোম্পনীর সার্টিফিকেট, পরিচয়পত্র, ঠিকানা প্রমানপত্র, ব্যাঙ্কএকাউন্ট প্রভৃতি। এসব তথ্য স্ক্যান করে ফর্মটি পূরণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়াটি কত দিন চলবে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি।

ভোটশক্তি নিয়ে শিবির মঙ্গলকোটে

পারিজাত মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: নতুন ভোটারদের সচেতনতা এবং প্রাপ্তবয়স্ক যুবক ও যুবতীদের ভোটমুখী করার জন্য পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ব্লকে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। আসন্ন লোকসভা ভোটে সকলেই যাতে নিজের ভোট নিজে দিতে পারে এবং ভোট এক আনন্দময় উৎসব এই উৎসবে নির্দ্বিধায় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোট নিজে দিক এই বিষয়ে যুবক ও যুবতীদের উৎসাহ দেওয়া হয়। মঙ্গলকোট বিধানসভার কলেজ ও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আজকের এই বিশেষ কর্মসূচি। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভোট বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া এসডিও অর্চনা পি ওয়াাংখেরে মঙ্গলকোট বিধানসভার এআরও রাজীব আহমেদ, মঙ্গলকোট ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনামিত্র সোম সহ অন্যান্যরা।

ভিক্টরের সভায় শাসক দলের হাজার সমর্থক যোগ দিল কংগ্রেসে

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী আলী ইমরান রামজ্ উরফে ভিক্টরের সমর্থনে যোগদান সভা করণদিঘী বিধানসভার মহেশপুর ফুটবল মাঠে। একই দিনে মহেশপুর বাজার জুড়ে জনসংযোগ করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী আলী ইমরান রামজ্ ওরফে ভিক্টর জানান, শাসক দল থেকে প্রায় হাজারের ওপর পরিবার কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। যে পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে তাতে মানুষ বুঝতে পারছেন তৃণমূল বিজেপি এক হয়ে জনবিরোধী আইন তৈরী এবং জনবিরোধী কাজ হচ্ছে। তাই বিকল্প রাস্তা কংগ্রেস এবং বামজোট। বাম সরকার উন্নয়নমূলক কাজ করেছিল বলেই ৩৪ বছর রাজত্ব করেছে। তাছাড়াও কংগ্রেসের হাত ধরেই উত্তর দিনাজপুরে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। ধর্মের রাজনীতি মমতা এবং মোদী করে কিন্তু দেশ পরিচালনার কাজ কংগ্রেস করে। এদিন উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী আলী ইমরান রামজ্ উরফে ভিক্টর, কংগ্রেস নেতা হাজী মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, রাজ্যে কংগ্রেস কমিটির সদস্য আবু বাক্কার, করণদিঘী ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আবুল কাশেম, সিপিআইএম মোহন লাল সিংহ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বরজাহান আলম।

দুটো কিডনি বিকল, মৃত্যু প্রহর গুনছেন রাজমিস্ত্রি সেনাউল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: দুটো কিডনি বিকল, দিন গুনছেন সেনাউল।

এ যেন গরিবের ঘরে ঢুকেছে "রাজকীয়" অসুখ। যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোচ্ছে সেখানে ডাক্তারবাবু বলেছেন কিডনি পরিবর্তন করতে হয়। যা রাজমিস্ত্রি সেনাউলের কাছে অকল্পনীয়।

মালদা রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের কুতুবগঞ্জ বটতলা এলাকায় বাড়ি মোহাম্মদ জেনাউল হকের। দুই ছেলে ও স্ত্রী নিয়ে সুখেই সংসার কাটছিল তার। নিজে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। দিনের শেষ ভালো ইনকাম হতো।

কিন্তু সুখের সংসারে ভয়াবহ আঘাত হানলো এক ভয়াবহ অসুখ। বছরখানেক আগে মাথা ব্যাথা পেট ব্যথা শুরু হয় তার। স্থানীয় ডাক্তারদের কাছে ওষুধ খেয়ে ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু ঘনঘন সমস্যা হয় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কিছু টেস্ট করান। সেই টেস্টে দেখা যায় তার দুটো কিডনি বিকল হয়ে গেছে। এরপর কলকাতা ব্যাঙ্গালোর লখনৌ সহ বহু জায়গায় গেছেন। সব জায়গায় ডাক্তারবাবুর একই কথা বলেছেন কিডনি পরিবর্তন করতে হবে। খরচ প্রায় ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি সুস্থ ডোনারেরও প্রয়োজন। কিন্তু টাকা বা ডোনার কোনটাই যে জোগাড় করতে পারবেন না তা ভালোমতোই বুঝতে পারছেন সেনাউল ও তার পরিবার। তাই ডাক্তারের পরামর্শ চলছে ডায়ালাইসিস। সপ্তাহে দুইবার ডায়ালাইসিস করতে হয়। যার জন্য খরচ হয় প্রায় ৫০০০ টাকা। পাশাপাশি ওষুধ পত্রের খরচ তো আছে। এই টাকা জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন সেনাউল ও তার স্ত্রী। বাধ্য হয়ে স্ত্রী ভিক্ষাবৃত্তিতে নেমেছেন। একরাশ নিরাশা নিয়ে সানাউল হক জানান, দুই ছেলে ও স্ত্রী নিয়ে সুখে সংসার কাটছিল। কিন্তু এরকম একটা রোগ আমার শরীরে বাসা বেধেছে আমি আগে থেকে বুঝতে পারিনি। এখন কিছুই করার নেই। টেস্টে ধরা পড়েছে দুটো কিডনি মিলিয়ে আমার মাত্র ৫ পার্সেন্ট কাজ করছে। যে কোন মুহূর্তে কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। কিডনি পরিবর্তনে অপারেশনের খরচ ১০ লক্ষ টাকা। এত টাকা জোগাড় করার সামর্থ্য আমার নেই। সপ্তাহে দুইবার ডায়ালাইসিস করছি। সংসারে ইনকামের মতো কিছুই নেই। লোক সাহায্য করলে ডায়ালাইসিস করতে যেতে পারি, না হলে ব্যথা যন্ত্রণা নিয়ে থাকতে হয়। পা ফুলে গেছে, ঠিকমতো খেতে পারি না। সরকারি কোন সাহায্য পেলে তবু কিছুটা রেহাই পাওয়া যেত।

একই সুর শোনা গেল সেনাউলের মায়ের মুখ থেকে। মনখোশ বিবি জানান আমার ছেলে বছরখানেক থেকে শয্যাশায়ী। বৌমা এর ওর কাছ থেকে টাকা এনে চিকিৎসা করায়। খুব অসহায় ভাবে দিন কাটছে আমাদের। চিকিৎসা খরচ আমরা জোটাতে পারছি না। সরকার থেকে কোন অনুদান পাওয়া গেলে ভালো হয়। সাহায্যের আশায় বুক বেঁধে রয়েছে ওই গরিব পরিবার।

বিশ্বভারতীতে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ও তিন ছাত্রীদের অশ্লীল ম্যাসেজ করার অভিযোগ তুলে বিশ্বভারতীর এক প্রফেসরের বিরুদ্ধে গো ব্যাক স্লোগান তুলে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের। পাশাপাশি প্রফেসরকে তার কক্ষ থেকে বের করে তালা ঝুলিয়ে ক্লাস বয়কট করলো পড়ুয়ারা।বিশ্বভারতীর পার্সিয়ান, উর্দু এবং ইসলামিক স্টাডিজ,ভাষাভবন বিভাগের এক প্রফেসরের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ সঙ্গে সঙ্গে তাদের অশ্লীল ম্যাসেজ করার অভিযোগ আগেই উঠেছিল।

অভিযোগ হয়েছে শান্তিনিকেতন থানায় ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে।তবে এখনও পর্যন্ত তিন ছাত্রীদের দাবী যতক্ষণ না প্রফেসর আব্দুল মোল্লাকে বহিষ্কার না করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই তালা বন্ধ থাকবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চোলাই মদ সহ ধৃত লোকপুরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ঝাড়খণ্ড থেকে অবৈধভাবে মদ পাচারকারীরা বীরভূম সীমান্তবর্তী থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে পাইকারি হারে বিক্রি করে যাচ্ছে মদ। সেগুলো নিয়ে স্থানীয় লোকজন এলাকায় যেমন বিক্রি করছে কখনো আবার তারাও অন্যান্য গ্রামে পাচার করছে।সেরূপ খবর আসতেই লোকপুর থানার পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠেন এবং নাকা চেকিং সহ বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। সেক্ষেত্রে অবৈধ মদ সহ পাচারকারী বা বিক্রেতাদের হাতেনাতে ধরা হয় বলে জানা যায়।অনুরূপ রবিবার রাতে লোকপুর থানার পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে নাকড়াকোন্দা পঞ্চায়েত এলাকার তারাপুর গ্রাম থেকে বিপদ তারন দেবনাথ নামে এক মদ বিক্রেতাকে কুড়ি লিটার মদ সহ আটক করে। সোমবার ধৃতকে আদালতে পাঠানো হয়।

তৃণমূল-বিজেপিকে দুষে প্রচার মোস্তাক আলমের

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: তৃণমূল ও বিজেপি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে ভোট দেওয়া।তৃণমূল ও বিজেপিকে হারাতে কংগ্রেস প্রার্থীর হাতে হাত রেখে ভোটের লড়াইয়ে নামার শপথ নিলেন রাজ্য ও জেলার বাম নেতৃত্বরা।উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুরে রাজ্য ও জেলার বাম নেতৃত্বদের নিয়ে এক সভা করেন।এদিন বামের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র,রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস,জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আরজাউল হক ও প্রনব চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।অপরদিকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ও ২ ব্লক সভাপতি বিমান বিহারী বসাক ও আবুল কাশেম,রাজ্যের যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।প্রার্থী মোস্তাক আলম বলেন,'বিজেপি ও তৃণমূল নামক দুই শত্রুকে পরাস্ত করতে আজকের এই শপথ।আমাদের মধ্যে যা গ্লানি ছিল তা সব মুছে গেল এই সভায়।আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত।' অপরদিকে জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র বলেন,পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল ও বিজেপিকে পরাস্ত করতে বাম কংগ্রেস সর্বাত্মক ভাবে রাজনৈতিক ময়দানে নেমে পড়েছে।রাজ্যের ৪২ টা আসনে তৃণমূল ও বিজেপিকে হারাতে আমরা ঐক্যবদ্ধ।'

সবাই যেন সুখে শান্তিতে থাকতে পারি, ইফতার মজলিশে কামনা কাকলির

মাহে রমজানে
মজলিসে ইফ
আয়ো
ব্লক ১ তৃণমূল কংগ্রে

এম মেহেদী সানি ● দেগঙ্গা

আপনজন: 'আপনারা বিশ্বশান্তির জন্য ভারতবর্ষের শান্তির জন্য দোয়া করুন, ভারতবর্ষের পরিস্থিতি খুব খারাপ' ইফতার মজলিশ থেকে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার এমনটাই মন্তব্য করেন। ভারতবর্ষের একাধিক সহিংসতার ঘটনাকে লক্ষ্য করে কাকলি ঘোষ বলেন 'বর্তমানে আমাদেরকে বিভাজনের যে চেষ্টা চলছে আমরা যেন সকলে মিলে তা রুখে দিতে পারি, আমরা সকলে যেন সুখে শান্তিতে থাকতে পারি' সে বার্তাও দেন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা-১ তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমানের (বিদেশ) তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ইফতার মজলিশ থেকে ইফতারের প্রাক্কালে ওই মন্তব্য করেন বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এদিন রোজাদারদের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস একদিকে যেমন ইফতার মজলিশের আয়োজন করেছিল অন্যদিকে সেই ইফতার মজলিশ থেকে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে পুনরায় বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান আনিসুর রহমান বিদেশ।

এদিন ওই ইফতার মজলিশে ইফতারের প্রাক মুহূর্তে রোজাদারদের হাতে জোড়াফুল প্রতীকের ছাতা তুলে দেন কাকলি। অন্যদিকে তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমান বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার চতুর্থ বারের জন্য যাতে নির্বিঘ্নে নির্বাচিত হতে পারে সেজন্য ইফতার মজলিশে উপস্থিত সকলকে দোয়া করার আহ্বান জানান।

গলাই দাঁত আটকে মর্মান্তিক মৃত্যু প্রতিবন্ধীর

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: খেতে গিয়েছিলেন ক্যাপসুল মুখে লাগানো ছিল কৃত্রিম দাঁত। আর এই দাঁ ত গলায় আটকে মর্মান্তিক মৃত্যু হল খণ্ডঘোষ থানার কাঁটা পুকুর গ্রামের সেখ শমসের আলম নামের এক বৃদ্ধের। অসুস্থ হ্যান্ডিক্যাপ শমসের আলম প্রাণবন্ত জীবন যাপন করছিলেন। অ্যাক্সিডেন্টে কাটা গিয়েছিল পা বহুদিন আগে কিন্তু সেই পা কাটা নিয়ে তার ছিল না কোন আফসোস। স্বাভাবিক জীবনযাপন করছিলেন। অন্য অনেক মানুষের থেকে তিনি স্বাভাবিক ছিলেন এবং কর্মক্ষম ছিলেন। এই রমজান মাসে রোজা খোলার পর অসুস্থতার কারণে ক্যাপসুল খেতে গিয়ে ক্লিপ লাগানো বাঁধানো দাঁত গলায় আটকে যায়। সেই অবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।সেখানে ব্যবস্থা না হওয়ায় বর্ধমান শহরের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বাধানো দাঁত বার করার চেষ্টা করেন কিন্তু সেই সব চেষ্টা বৃথা করে মৃত্যু মুখে ঢলে পড়েন শেখ শমসের আলম। তার ছেলে শেখ লাল্টু বলেন প্রথম থেকে কোন সমস্যা ছিল না কিন্তু এই বেসরকারি নার্সিংহোমে ডাক্তাররা আপ্রাণ চেষ্টা করেন দাঁত বার করার কিন্তু সেই দাঁত বার করতে গিয়েই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন তার আব্বা শেখ শমসের আলম। এই খবরে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

৬ মে থেকে ২২দিন গরমের ছুটি স্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: স্কুলের গরমের ছুটি এগিয়ে আনা হল। ১২ দিন এগিয়ে আনা হলো গরমের ছুটি।৬মে থেকে ২জুন পর্যন্ত গরমের ছুটি। সোমবার।বিজ্ঞপ্তি জারি করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। রাজ্যে মোট ৭ দফাতে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রাজ্যে অধিকাংশ স্কুলেই নির্বাচনের বুথ হয়।১৯শে এপ্রিল দেশে লোকসভা ভোট শুরু হচ্ছে। প্রথম দফায় রাজ্যে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে ভোট রয়েছে। তাই ঐসব জেলায় ১৬ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৬ এপ্রিল ভোট রয়েছে দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট কেন্দ্রে। সে কারণে ওই তিনটি কেন্দ্র যে জেলার অধীনে সেখানে ২৪ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত সরকারি স্কুল যেখানে বুথ হয় সেখানে স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৬ মে রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুলে গরমের ছুটি শুরু হবে। শেষ হবে ২ জুন। লোকসভা ভোট শেষ হবে ১ জুন। গত বছর অতিরিক্ত তাপপ্রবাহের তরুণ রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে নির্ধারিত সময়ের আগে গরমের ছুটি ঘোষণা করেছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

পুড়ে ভস্মীভূত হল ৩৫ বিঘা গমের জমি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ভস্মীভূত হল ৩০ থেকে ৩৫ বিঘা গমের জমি। মালদা জেলার গাজোল ব্লকের বাবুপুর অঞ্চলের কালবৈশাখী আবহাওয়ায় একাধিক কৃষকের গমের জমি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ভস্মীভূত হলো, ঘটনা তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে এলাকায়।

কৃষক সূত্রে এমন টাই জানা যায় যে বাবুপুর জলঙ্গা গ্রামে দীপ কল সংলগ্ন কৃষকের গমের জমিতে কে বা কাহারা সিগারেট বা বিড়ি খেয়ে ফেলে দেয়। তাথেকে আগুন লেগে কৃষকের জমি ভস্মীভূত হয়ে যায়। আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৫ বিঘা জমি ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে জানা যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কয়েক লাক্ষাধিক টাকা। এরপর গ্রামবাসী ও কৃষকরা গমের জমিতে আগুন লাগা চোখে পড়তেই , তড়িঘড়ি গ্রামবাসীরা দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। আতঙ্কে এরপর সকল গ্রামবাসী মিলে বালতি কলসি ও মিনি জলের মেশিন দিয়ে গমের জমির আগুন নিমন্ত্রণ নিয়ে আসে। গম চাষী ও গ্রামবাসীরা আগুন নিমন্ত্রণে না নিয়ে আসতে পারলে এলাকার সব থেকে গমের জমি ভস্মীভূত হয়ে যেত। বড়সড় বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেল আর সকল কৃষকেরা।

সাজদার সমর্থনে সভায় মন্ত্রী পুলক

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে সোমবার আমতা কেন্দ্রের পার বাকসিতে দলের পক্ষ থেকে এক বর্ধিত কর্মীসভার আয়োজন করা হয়।সভা থেকে মন্ত্রী পুলক রায় জানান,'বাম আমলে ছ'বার কুলিয়া সেতুর শিলান্যাস হয়েছিল,কিন্ত মানুষ সেতু দেখতে পায়নি! বরং আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমতার বাকসির মাঠে সুকান্ত পালের সমর্থনে সভা করেছিলেন। তখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন,এই বিধানসভা কেন্দ্রে সুকান্ত পাল এবং উলুবেড়িয়ার লোকসভা আসনে সাজদা আহমেদ জয়ী হলে তিনি কুলিয়া-বাকসি সেতু নির্মাণ করে দেবেন।তাই মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র সেতু নির্মাণ করেননি,বরং এই মুহূর্তে কুলিয়া সেতুর কাজ চলছে।এবং আমরা আশাবাদী আগামী এক বছরের মধ্যে এই সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে হাওড়া জেলার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ভাটোরা দ্বীপের যোগাযোগ-ও সম্পূর্ণ হবে। মন্ত্রীর বলেন, আমতা কেন্দ্রের ২৯২ টা বুথের সবকটিতেই তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হবে। জয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫২ হাজার ভোটের লিড বেঁধে দেন মন্ত্রী।

পাঁচ কংগ্রেস নেতা বহিষ্কার বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: লোকসভা ভোটের মুখে বীরভূমের পাঁচজন কংগ্রেস নেতাকে দলবিরোধী কাজের অভিযোগে ও বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অভিযোগে দল থেকে বহিস্কার করল দল। ঘোষণা করলেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা দলের লোকসভা ভোটের প্রার্থী মিল্টন রশিদ। যদিও কংগ্রেসের বিরোধীতা করেননি বলে দাবি করলেন সদ্য সাসপেন্ড হওয়া মৃণাল বোস।

তিনি দাবি করলেন অধীর চৌধুরী আমাকে সাসপেন্ড করতে পারেন না। এআইসিসি একমাত্র সাসপেন্ড করতে পারে।

মিল্টন রশিদ বলেন, বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর থেকে দলের কেউকেউ কংগ্রেসের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। বিজেপি প্রার্থী দেবাশীষ ধর অতীতে বীরভূমের পুলিশ আধিকারিক ছিলেন। সেজন্য কোনো কোনো নেতার সঙ্গে তার সখ্যতা ছিল। আর তাই তার নাম ঘোষণার পর কংগ্রেসের মুখোশ পরে ঘুরছিলো এরা। অধীর চৌধুরী সবকিছুর জট কাটালেন।

আগে ব্রিজের রাস্তার দাবি, তারপর ভোট

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার হবিবপুর গাজোল ব্লকের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে টাঙ্গন নদী। দীর্ঘদিন ধরে গাজলের রানীগঞ্জ ও হবিবপুর ব্লকের জগন্নাথপুর , রাধাকান্ত পুর এলাকার মানুষের দাবি এখানে একটি ব্রিজ নির্মাণ করা হোক। ব্রিজ না থাকার কারণে হয় নৌপথে না হলে বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পূরণ হয়নি। এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য সচিব এর দ্বারস্থ হয়েছেন ব্রিজের দাবিতে গ্রামবাসীরা। গত পঞ্চায়েত ভোটে ফ্রিজ ও রাস্তার দাবিতে গ্রামবাসীরা ভোট বয়কট করেছিল। লোকসভা ইতিমধ্যেই তার দামামা বেজে গিয়েছে। তারা ভোট দিতে নারাজ। আগে ব্রিজ রাস্তা হবে তারপর ভোট। আর এ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দরজা। অপরের উপর দোষারোপের পালা বিজেপি ও তৃণমূল।এরই মধ্যে গ্রামবাসীরা পুরস্কার জানাচ্ছে যতক্ষণ রাস্তা ও ব্রিজের কাজ না হবে ততক্ষণ তারা ভোট দেবে না।

সিমেন্ট ভর্তি ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু ছাত্রের, বিক্ষোভ-অবরোধ বাসিন্দাদের

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সাইকেলে করে স্কুলে যাওয়ার সময় সিমেন্ট ভর্তি ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক স্কুল পড়ুয়ার। অপর এক পড়ুয়া আশঙ্কাজনক অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সোমবার সকালের এই ঘটনায় উত্তেজিত জনতা জিয়াগঞ্জ-লালগোলা রাজ্য সড়কের উপর ভগবানগোলা থানার দীঘা রামচন্দ্রপুর এলাকায় অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। দীর্ঘক্ষণ রাজ্য সড়ক অবরোধের পর ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডঃ উত্তম গড়াই ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তুলে দেন। তিনি বলেন,'নিহত স্কুল পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। অন্যজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ট্রাকের চালক ও ঘাতক ট্রাকটি আটক করা হয়েছে।' স্থানীয় সূত্রে খবর, ভগবানগোলা থানার মাইলবাসা এলাকার দুই স্কুল পড়ুয়া মোমিন শেখ(১১) ও শামিম আখতার সোমবার সকালে সাইকেলে চেপে স্কুলে যাচ্ছিলো। তারা কালুখালি সারফিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্র।

মামাতো ভাই শামিম আখতার সাইকেল চালাচ্ছিল, সাইকেলে মোমিন শেখ বসেছিল। স্কুল পৌঁছানোর আগেই দিঘা রামচন্দ্রপুর ঝিলের উপর রাস্তার বাঁকে বেপরোয়া গতিতে আসা একটি সিমেন্ট বোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাইকেলের পিছনে ধাক্কা মারে। দু'জনেই সাইকেল থেকে রাস্তার উপর ছিঁটকে পড়ে। লরির পিছনের চাকা মোমিনকে পিষে দেয়। শামিমও গুরুতর জখম হয়। ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা ছুটে এসে দু'জনকে উদ্ধার করে জিয়াগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মোমিনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শামিমের শারিরীক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

অন্যদিকে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। অবরোধের ফলে জিয়াগঞ্জ-লালগোলা রাজ্য সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে ভগবানগোলা থানার পুলিশ ছুটে আসে। পরবর্তীতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডঃ উত্তম গড়াই এসে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তুলে দেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, 'জেলার অন্যতম ব্যস্ত রাজ্যসড়ক এটি। ২৪ ঘন্টা যানবাহন এবং মানুষ চলাচল করে। অথচ এই রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো ট্রাফিক ব্যবস্থা নেই। প্রাণ হাতে নিয়ে রাস্তায় চলতে হয়।'

প্রথম নজর

কাবায় ৪ হাজার মুসল্লি গ্রেফতার, ৩৫ প্রতারক প্রতিষ্ঠান শনাক্ত

আপনজন ডেস্ক: রমজানে নেতিবাচক আচরণ করায় সৌদি আরবের কাবা থেকে ৪ হাজার মুসল্লিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে ওমরাহর ভুয়া অফার দিয়ে বিদেশিদের সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগে ৩৫টি প্রতিষ্ঠান শনাক্ত করে বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

মুসল্লিরা যেন নির্বিঘ্নে ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে কাবায় ইবাদত করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি প্রশাসন। তারই অংশ হিসেবে এই ৪ হাজার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে রমজানে কাবায় মুসল্লিদের ভিড় বেড়ে যায়। বিশেষ করে, রমজানের শেষ ১০দিনে মুসল্লিদের ভিড় সবচেয়ে বেশি থাকে, কারণ এ সময়ে অনেকে ওমরাহ করার পরিকল্পনা করেন।

তবে এবার মুসল্লিদের ভিড় কমানোর জন্য কিছু নির্দেশনা দিয়েছে সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণলায় এক নির্দেশনায় কাবায় আসার বদলে নিজ নিজ হোটেলে নির্ধারিত যে প্রার্থনা কক্ষ রয়েছে, সেখানে নামাজ আদায় করার আহ্বান জানিয়েছে। এর আগে ভিড় কমাতে এবারের রমজানে একজন মুসল্লিকে মাত্র একবারই ওমরাহ করার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সৌদি।

এদিকে, পবিত্র রমজান মাসের শেষ ১০ দিনে মক্কার গ্রান্ড মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টার কোনো কমতি রাখছে না সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ। মুসল্লি ও ওমরাহ পালনকারীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় পবিত্র মসজিদটিকে জীবাণুমুক্ত রাখতে রোজ ১০ বার পরিষ্কার করা হচ্ছে। আর তাতে দিনরাত পরিশ্রম করছেন চার হাজারের বেশি কর্মী।

এক ঘণ্টা এগিয়ে গেল ইউরোপের ঘড়ির কাঁটা

Spring
Fall

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোতে প্রতি বছর মার্চের শেষ রোববার ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নেয়া হয়, যা ডে লাইট সেভিং টাইম নামে পরিচত। অফিসসহ অন্যান্য জায়গায় দিনের আলোর ব্যবহার বাড়ানোর জন্য এমনটি করা হয়।

এ বছরও ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নিয়েছে ইউরোপ। রোববার থেকে নতুন এই সময় কার্যকর করা হয়েছে। আগামী ২৭ অক্টোবর আবারও সাধারণ সময়ে ফিরে আসবে ঘড়ির কাঁটা। সাধারণত বছরে দুইবার ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পরিবর্তন করা হয়। একবার সামনে, আরেকবার পেছনে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় গত ১০ মার্চ থেকেই ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নেয়া হয়েছে।

২০০১ সাল থেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর জন্য ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে আনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এটি দিনের আলো সংরক্ষণ সময় বা ডিএসটি পরিকল্পনা নামে পরিচিত। তবে ব্রেক্সিটের কারণে ভবিষ্যতে যুক্তরাজ্যের ঘড়ির কাঁটায় পরিবর্তন আসবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। এদিকে, ইউরোপের দেশ রাশিয়া, আইসল্যান্ড ও বেলারুশ পদ্ধতিটি ব্যবহার করে না।

প্রতি বছর এভাবে ঘড়ির কাঁটা পরিবর্তনের বিষয়টি বাতিল করে দিতে ২০১৯ সালে একবার উদ্যোগ নিয়েছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন। কিন্তু ৫ বছর পেরিয়ে গেলেও এটি নিয়ে কোনো সুরাহা হয়নি। এমনকি বিষয়টি নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনাও শুরু করতে পারেনি ইউরোপীয় ইউনিয়ন। গত কয়েক বছরে ব্রেক্সিট, কোভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিষয়টি আরো জটিল করে দিয়েছে। আর বিষয়টির সমাধান যে সহসা হবে না সেটিও প্রায় নিশ্চিত। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ইউক্রেনেও ঘড়ির কাঁটা এগোনো হয়। তবে ইউক্রেনের যেসব অঞ্চল রাশিয়া দখল করে রেখেছে সেখানে সাধারণ সময় অনুযায়ী সবকিছু চলে।

ডেইলাইট সেভিং টাইম কার্যকর করা হয় এজন্য যে, যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উভয়ই এক ঘণ্টা পরে ঘটে এবং বিকেলের ভাগে অতিরিক্ত ১ ঘণ্টা সময় সূর্যালোক পাওয়ার সুযোগ থাকে। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তার একটি প্রবন্ধে প্রথম এই নাটকীয় ব্যবস্থার ধারণা তুলে ধরেন।

মস্কোয় শতাধিক প্রাণ বাঁচানো মুসলিম কিশোরকে সম্মাননা

আপনজন ডেস্ক: মস্কোর ক্রোকাস সিটি কনসার্ট হলে শতাধিক প্রাণ বাঁচিয়ে প্রশংসা কুড়াচ্ছে মুসলিম কিশোর ইসলাম খলিলভ (১৫)। গত শুক্রবার (২৯ মার্চ) মস্কো ক্যাথেড্রাল মসজিদে জুমার নামাজের আগে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য আয়োজনে তাকে সাহসী সেবার জন্য এ সম্মাননা পদক দেওয়া হয়। রাশিয়ান ফেডারেশনের মুসলিম ধর্মীয় প্রশাসন ও রাশিয়ার মুফতিদের কাউন্সিল এর পক্ষ থেকে পদকটি তুলে দেন মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রাভিল গাইনুদ্দিন।

অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘মস্কোর ভয়াবহ এ ঘটনা সবার হৃদয়ে একটি ক্ষতচিহ্ন হয়ে থাকবে। আর আপনি যা করেছেন তা-ও আপনার স্মৃতিতে থাকবে। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তা আমাদের পুরো সমাজ, মানুষ ও সমবেদনা প্রকাশকারী সবার অন্তরে দীর্ঘ রেখাপাত করবে।’

এদিকে খলিলভের সহকর্মী অর্থোডক্স ধর্মাবলম্বী আর্টিওম ডনসকভকেও পদক উপহার দেওয়ার কথা জানান রাভিল গাইনুদ্দিন। কারণ খলিলভের মতো তার সহকর্মী আর্টিওম ডনসকভকও হামলার সময় অনেককে প্রাণ বাঁচিয়ে কনসার্ট হল ছেড়ে যেতে সাহায্য করে।

এর আগে গত সপ্তাহে রাশিয়ার শিশু অধিকারবিষয়ক কমিশনার মারিয়া লভোভা-বেলোভা শতাধিক প্রাণ বাঁচানো কিশোর ইসলাম খলিলভকে বিশেষ সম্মাননা দেন। খলিলভের স্কুলে গিয়ে তাকে বিপদগ্রস্তের সহযোগিতায় উৎসর্গ ও সাহসিকতার জন্য বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়।

মস্কোর কনসার্ট ভেন্যুতে ক্লোকরুম অ্যাটেনডেন্ট হিসেবে খণ্ডকালীন কাজ করেছিল খলিলভ। হামলার সময় বের হওয়ার পথ দেখিয়ে শতাধিক লোককে প্রাণে বাঁচতে সহায়তা করে।

এ কাজে তার বাবার অনুপ্রেরণার কথা জানিয়ে খলিলভ বলেছে, ‘বাবা সব সময় বলেন, তুমি কাউকে যেকোনো ধরনের সাহায্য করতে পারলে সব সময় তা করবে।’ বিপুল পরিমাণ লোকের জীবন বাঁচানোর জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ চিঠি লিখে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। গত ২২ মার্চ মস্কো অঞ্চলের ক্রাসনোগর্স্ক শহরের প্লে হাউসে বন্দুকধারীদের হামলায় অন্তত ১৪৪ জন নিহত হয়। এ ঘটনায় চারজনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ আনা হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আল-শিফা হাসপাতালে ইসরায়েলি অভিযানে নিহত ৪০০

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল-শিফায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর ১৩ দিনব্যাপী বর্বরোচিত অভিযানে রোগী, স্বাস্থ্যসেবাকর্মী ও যুদ্ধে বাস্তুচ্যুত ৪০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

রোববার (৩১ মার্চ) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে গাজার কর্তৃপক্ষ।

বিবৃতিতে বলা হয়, হাসপাতালে ইসরায়েলিরা হামলা চলমান রেখেছে এবং বিভিন্ন অপরাধ ঘটাচ্ছে। এই অঞ্চলের বৃহত্তম চিকিৎসা কেন্দ্র আল-শিফা, যেখানে হাজার হাজার রোগী এবং বাস্তুচ্যুত মানুষ আশ্রয় নিয়েছে।

সেখানে ইসরায়েলি সেনারা বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে এবং এক হাজার ৫০টি বাড়ি ধ্বংস করেছে। বিবৃতিতে আরো যোগ করা হয়েছে, নিহতদের মধ্যে রোগী, বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং স্বাস্থ্যসেবাকর্মীরা রয়েছেন। এ ছাড়া আরো শতাধিক ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার এবং নির্যাতন করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

গাজার মিডিয়া অফিস এই ধরনের নৃশংসতার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নীরবতার নিন্দা জানিয়েছে।

তারা গাজায় রক্তাক্ত সামরিক অভিযানে ইসরায়েলি সরকারকে সমর্থন দেওয়ায় মার্কিন প্রশাসন এবং আরো কয়েকটি দেশের প্রতি নিন্দা জানায়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার অন্যান্য হাসপাতালের চিকিৎসাকর্মীরাও ইসরায়েলি বর্বরতার সঙ্গে যুদ্ধ করছে। উত্তর গাজার জাবালিয়ার কামাল আদওয়ান হাসপাতালের পরিচালক হোসাম আবু সাফিয়া বলেছেন, ‘চিকিৎসক ও হাসপাতালকর্মীরা শোচনীয় পরিস্থিতিতে কাজ করছে।’

গত ১৮ মার্চ সশস্ত্র ইসরায়েলি বাহিনী ট্যাংক এবং ড্রোন হামলা চালায় আল-শিফা হাসপাতালে। প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে আল-শিফায় মারাত্মক অভিযান চলছে। দখলদার ইসরায়েলি সেনারা হাসপাতাল অবরোধ করে রেখেছে এবং যারা পালানোর চেষ্টা করছে তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দাবি করছে, হামাস এই হাসপাতল ব্যবহার করে তাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। দেশটি বলেছে, ‘সন্ত্রাসী বাহিনী ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে।’

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অভিযান শুরুর সময় বলেছিল প্রায় তিন হাজার ফিলিস্তিনি হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছে।

তারা পালাতে চাইলেও ইসরায়েলি স্নাইপাররা এবং হেলিকপ্টার থেকে ইসরায়েলি সেনারা তাদের ওপর গুলি চালাচ্ছে।

এদিকে প্যালেস্টাইন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (পিআরসিএস) বলেছে, গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি বাহিনী তাদের ২৬ কর্মীকে হত্যা করেছে। গোষ্ঠীটি বলেছে, তাদের প্রায় ১৫ জন কর্মী মানবিক দায়িত্ব পালন করার করছিল এবং সুরক্ষিত রেড ক্রিসেন্টের জ্যাকেট পরা থাকলেও তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়।

বিক্ষোভে উত্তাল ইসরায়েল, নেতানিয়াহুর পদত্যাগ দাবি

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে রাজধানী তেল আবিব বিক্ষোভ উত্তাল এতে অংশ নিচ্ছে হাজার হাজার মানুষ।

রোববার সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, বিক্ষোভকারীরা নেতানিয়াহুকে ‘চুক্তির পথে বাধা’ বলে উল্লেখ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত না করা পর্যন্ত বিক্ষোভ অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে নেতানিয়াহু জানিয়েছে দিয়েছেন তিনি পদত্যাগ করবেন না।

বিক্ষোভকারীরা এবং নেতানিয়াহুর সমালোচকরা বলছেন যে, গণতন্ত্রের শত্রুরা ইতিমধ্যেই তার সরকারে ঢুকে পড়েছে। এর মধ্যে অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচের নেতৃত্বে ধর্মীয় জায়োনিজম পার্টি অন্যতম। গাজায় হামলা ঘিরে সাধারণ মানুষ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রবল চাপে রয়েছে নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক জোট। গাজায় জিম্মিদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও সংহতি জানিয়েছে এসব আন্দোলকারী। তেল আবিবের কাপলান স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানানো হয়। সমাবেশের একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে পুলিশ কর্মকর্তারা শহরের কিরিয়া সামরিক সদর দফতরের প্রবেশদ্বার বিগিন গেটে বিক্ষোভকারীদের ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

বিক্ষোভকারীদের হাতে থাকা একটি ব্যানারে লেখা ছিল, কেউ যাবে না! আমরা জেরুজালেমের দিকে যাত্রা করব এবং সেখানেই থাকব, যতক্ষণ না সরকার ভেঙে দেয়া হয়।

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এক সময় বলেছেন তিনিই একমাত্র তার দেশকে নিরাপদ রাখতে পারেন। অনেক ইসরায়েলি তাকে বিশ্বাসও করেছিলেন।

উল্লেখ্য, পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন ৩২ হাজার ৪১৪ ফিলিস্তিনি। আর আহত হয়েছেন ৭৩ হাজার ৯৩৪ জন। ঘরবাড়ি হারিয়ে গাজার বাসিন্দারা প্রায় সবাই উদ্বাস্তু হয়ে গেছে।

এদিকে, ইসরায়েলি বাহিনীর এমন আচরণে বিশ্বজুড়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। যুদ্ধ বন্ধের বদলে রোববার মিশরের সীমান্তবর্তী রাফা শহরে স্থল অভিযানের হুমকি পুনর্ব্যক্ত করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। যেখানে হামলার মুখে গাজার অন্যান্য এলাকা থেকে প্রায় ১০ লাখের বেশি বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি আশ্রয় নিয়েছেন।

গাজায় নাগাসাকি-হিরোশিমার মতো বোমা ফেলার পরামর্শ মার্কিন কংগ্রেসম্যানের

আপনজন ডেস্ক: গাজায় চলমান সংঘাত দ্রুত শেষ করার জন্য হিরোশিমা ও নাগাসাকির মতো বোমা ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন মার্কিন রিপাবলিকান দলের কংগ্রেসম্যান টিম ওয়ালবার্গ। খবর সিএনএননের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলেছিল যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ মিশিগানের নির্বাচিত প্রতিনিধি ওয়ালবার্গ ২৫ মার্চ একটি টাউন হলে ভোটারদের সামনে দেওয়া ভাষণে এ কথা বলেন তিনি। এসময় তিনি গাজায় মার্কিন সহায়তা বন্ধ করারও আহ্বান জানান।

সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে ওয়ালবার্গকে বলতে শোনা গেছে, ‘আমি মনে করি না আমাদের গাজায় সাহায্য পাঠানো উচিত। জাতিসংঘ সতর্ক করেছে উত্তর গাজায় দুর্ভিক্ষ আসন্ন এবং বলেছে ৭০ শতাংশ জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই বিপর্যয়কর মাত্রার ক্ষুধায় ভুগছে। এখানে আমাদের মানবিক সাহায্যের জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করা উচিত নয়।’

ভিডিওতে তাকে কথা বলতে শোনা গেলেও চেহারা দেখা যায়নি। তিনি আরও বলেন, ‘এখানে নাগাসাকি এবং হিরোশিমার মতো হওয়া উচিত। তাহলে দ্রুত শেষে হবে।’

ওয়ালবার্গের প্রতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ প্রতিলিপি সিএনএনকে দিয়েছিল তার দপ্তর। তিনি ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও পুতিনের বিরুদ্ধে একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আলজাজিরা বন্ধে ইসরায়েলি সংসদে তৎপরতা

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে দোহাভিত্তিক গণমাধ্যম আলজাজিরা সম্প্রচারে শীর্ষ মন্ত্রীদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতাসংক্রান্ত একটি বিল দেশটির আইন প্রণেতারা সোমবার বিবেচনা করছেন। আইনটি অনুমোদনের জন্য এদিন সন্ধ্যায় সংসদে আহ্বান জানানো হবে। ইসরায়েল জানুয়ারিতে দাবি করেছিল, গাজায় বিমান হামলায় নিহত আলজাজিরার একজন নিজস্ব সাংবাদিক এবং একজন ফ্রিল্যান্সার ‘সন্ত্রাসী’ ছিলেন। পরের মাসে তারা বলে, একটি পৃথক হামলায় আহত চ্যানেলটির আরেক সাংবাদিক হামাসের একজন ‘ডেপুটি কম্পানি কমান্ডার’। ইসরায়েলি সেনারা অক্টোবর থেকে গাজায় ইসলামপন্থী যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

এদিকে আলজাজিরা তীব্রভাবে ইসরায়েলের অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং গাজায় তাদের কর্মীদের পরিকল্পিতভাবে লক্ষ্যে পরিণত করার জন্য দেশটিকে অভিযুক্ত করেছে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আইনটি পাস হলে ইসরায়েলে আলজাজিরা বন্ধ করার জন্য ‘অবিলম্বে পদক্ষেপ’ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষতি করে বলে বিবেচিত বিদেশি গণমাধ্যম বন্ধের জন্য কর্মকর্তাদের অনুমতি দেওয়ার বিলটি ইতিমধ্যে গত মাসে প্রথম সংসদীয় বাধা পাস করেছে।

নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি বলেছে, তিনি ইসরায়েলের সংসদে ‘আলজাজিরা বন্ধ করার আইনটির অনুমোদন আজ সন্ধ্যায় নিশ্চিত করতে বলেছেন’। ডিসেম্বরে এক ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে আলজাজিরার ব্যুরো চিফ ওয়ায়েল আল-দাহদুহ আহত হয়েছিলেন। ওই হামলায় আলজাজিরা নেটওয়ার্কের এক ক্যামেরাম্যান নিহত হন।

ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে আন্তঃসীমান্ত হামলা চালালে গাজায় যুদ্ধ শুরু হয়। ইসরায়েলের সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, সেই হামলায় প্রায় এক হাজার ১৬০ জন নিহত হয়েছিল, যার অধিকাংশই বেসামরিক। অন্যদিকে হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, ইসরায়েলের প্রতিশোধমূলক অভিযানে অন্তত ৩২ হাজার ৮৪৫ জন নিহত হয়েছে, যার অধিকাংশই নারী ও শিশু।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৭ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৬	৫.২৭
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৭	
এশা	৭.০৭	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

শপথ নিল ফিলিস্তিনের নতুন সরকার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সংস্কারের তীব্র আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করেছে। ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, অধিকৃত পশ্চিম তীরের রামাল্লায় প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সামনে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোস্তফার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। মোস্তফাকে চলতি মাসের শুরুতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শাতায়েহের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল।

মেক্সিকোতে মেয়রকে গুলি করে হত্যা, বেঁচে গেল ছেলে

আপনজন ডেস্ক: সহিংসতা ও সংগঠিত অপরাধে জর্জরিত দক্ষিণ আমেরিকার দেশ মেক্সিকোতে একটি রেস্তোরাঁয় একজন মেয়রকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার এ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে। এক বিবৃতিতে প্রসিকিউটর অফিস জানিয়েছে, পশ্চিম মিচোয়াকান রাজ্যের রাজধানী মোরেলিয়ার একটি রেস্তোরাঁয় গুইলারমো টোরেস ও তার ১৪ বছর বয়সী ছেলেকে আক্রমণ করা হয়েছিল। তবে তার ছেলে বেঁচে গেছে। স্থানীয় গণমাধ্যম অনুসারে, টোরেস ২০২২ সালে ইনস্টিটিউশনাল রেভল্যুশনারি পার্টির সদস্য হিসেবে মিচোয়াকানের চুরুমুকো পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি দল ছেড়েছেন এবং ক্ষমতাসীন মোরেনা দলের জন্য প্রকাশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

টোরেস হলেন সর্বশেষ রাজনীতিবিদ, যাকে মেক্সিকোতে আগামী ২ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে খুন করা হলো। আসন্ন এ নির্বাচনে ২০ হাজার স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পদ এবং পুরো কংগ্রেসের জন্য ভোটগ্রহণ হবে। এর আগে দুই মেয়র প্রার্থীকে ২৬ ফেব্রুয়ারি খুন করা হয়েছিল। ল্যাবরেটরিও ইলেক্টোরাল থিংকট্যাংকের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৩ সালের ৪ জুন থেকে এই বছরের ২৬ মার্চের মধ্যে নির্বাচনী সহিংসতায় ৫০ জনকে হত্যা করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৬ জনের জনপ্রিয় আসনে লড়াই করার কথা ছিল।

আফগানিস্তানে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে ৯ শিশু নিহত

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে একটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে ৯ শিশু নিহত হয়েছে। রোববার গজনি প্রদেশের গেরু জেলায় একদল ছেলে-মেয়ে খেলার সময় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে দেশটির তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাদেশিক প্রধান হামিদুল্লাহ নিসার। হামিদুল্লাহ নিসার বলেন, ওই এলাকায় একটি অবিস্ফোরিত মাইন ছিল। ছোট শিশুরা সেখানে খেলার সময় সেটি বিস্ফোরিত হলে ৯ শিশুর মৃত্যু হয়। গাজনির পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে পাঁচ নারী এবং চার শিশু রয়েছে। এদের বয়স চার থেকে ১০ বছর।

উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালের সোভিয়েত আগ্রাসন এবং পরবর্তী গৃহযুদ্ধে কয়েক দশক ধরে চলা সংঘাতের কারণে আফগানিস্তানে প্রচুর অবিস্ফোরিত মাইন, গ্রেনেড এবং মর্টার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে রয়ে গেছে। এর খেসারত দিচ্ছে সাধারণ মানুষ, বাদ পড়ছে না শিশুরাও।

তুরস্কে আঞ্চলিক নির্বাচনে এরদোগান বিরোধীদের জয়

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কে আঞ্চলিক নির্বাচনে দীর্ঘ দুই দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোগানের দল একে পার্টিকে বিপুল ভোটে হারিয়ে জয়ের দাবি করেছেন বিরোধী দলের নেতারা। রোববার নির্বাচনের পর ইস্তাম্বুলে ৯৫ শতাংশ ব্যালট বাক্সের ভোট গণনা করা হয়েছে। রিপাবলিক্যান পিপল’স পার্টি’র (সিএইচপি) মেয়র প্রার্থী ইকরাম এমামগলু বলেন, তিনি ক্ষমতাসীন এরদোগানের একে পার্টির প্রার্থীকে ১০ লাখ ভোটে পরাজিত করেছেন। সাবেক ব্যবসায়ী ইমামগলু নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, যারা জাতির বার্তা বুঝতে পারে না তারা হারবেই। তিনি বলেন, ইস্তাম্বুলের ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষ আমাদের বিরোধী পক্ষ এবং প্রেসিডেন্টের কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছে। এদিকে, রাজধানী আঙ্কারাতেও জয় পেয়েছেন সিএইচপির মেয়র প্রার্থী মনসুর ইয়াভাস। বিরোধী দলের বিপরীতে বিপুল ভোটে জয়লাভের দাবি করেছেন তিনি। মনসুর ইয়াভাস বলেন, ভোটের মাধ্যমে ভোটাররা দেশের ক্ষমতাসীন দলকে একটি বার্তা দিয়েছে। তুরস্কের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ইসমিরেও এগিয়ে রয়েছে সিএইচপি। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৮১টি প্রদেশের মধ্যে ৩৬টিতে সিএইচপি এগিয়ে রয়েছে। এমনকি একে পার্টির শক্তিশালী ঘাঁটিগুলোতে বিরোধী দলের প্রার্থীরা জয় পেয়েছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৯১ সংখ্যা, ১৯ চৈত্র ১৪৩০, ২২ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

কম বলো, বেশি শোনো

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় বলিয়াছেন–“শুনে বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, ‘মারিয়া করিব খুন।’/ বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।” কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, কাহারো উপর ‘বাবু’ রাগ দেখাইলে তাহার অধীনস্থ ‘পারিষদ’ আরো শতগুণ রোষপ্রকাশে বাবুকে খুশি করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। শতবর্ষ পূর্বে কবি এমন চিত্র আঁকিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় হইল, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেই এখনো এই চিত্র দেদীপ্যমান।

তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে এমনিতেই জনগণের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার শেষ নাই। তাহাদের শরীরের কোষে কোষে শত শত ক্ষত। সেই সকল ক্ষতের নিরাময় প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষতের একটুখানি উপশমের যথার্থ চেষ্টা দূরের কথা, মূল্যস্ফীতিসহ বিবিধ সংকটের চাপে পড়িয়া বরং সেই সকল ক্ষত আরো গাঢ় হয়। এই অবস্থায় কেহ যদি সেই ক্ষত তথা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষের মনের অবস্থা কেমন হইতে পারে? মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের জিহ্বা দিয়াছেন। জিহ্বা এমন একটি অঙ্গ, যাহা দিয়া আমরা অনেক পুণ্য অর্জন করিতে পারি, আবার ইহার খারাপ ব্যবহার আমাদের দুর্ভোগের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। দেখা যায়, জিহ্বার দ্বারা আমরা গুনাহের কাজ অধিক করি। এই সমস্যার মূলে রহিয়াছে আমাদের অজ্ঞানতা এবং কালচার। এক বিশিষ্টজন বলিয়াছিলেন–বাঙালির কালচার নাই, যাহা আছে তাহা এগ্রিকালচার। বাঙালির গিবত ও বাজে কথা বলিবার প্রীতি দেখিয়া এক স্কলার আরো আগাইয়া বলিয়াছিলেন, ‘এগ্রিকালচার নামে বাঙালির যাহা আছে, তাহা আসলে আগিল-কালচার।’ আমরা আসলে এই ‘কুসিত কালচার’ হইতে বাহির হইতে পারিতেছি না। জিহ্বার লাগাম টানিয়া ধরিতে পারিতেছি না। অনেকে বলেন, মেধা যদি না থাকে, তাহা হইলে মনন তৈরি হয় না। তৃতীয় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন অনেকেরই মনন তৈরি হয় নাই। এই জন্য অনেকেই তাহার জিহ্বা সংযত না করিয়া মুখে যাহা আসে তাহাই বলিয়া ফেলেন। তখন ভাষার বিষে নীল হইতে হয় সাধারণ মানুষকে। এখন, পারিষদ শ্রেণির কাহারো কাহারো দিশাহীন শূন্যগর্ভ ভাষণের মধ্যে আশা না থাকিয়া বিষ থাকিলে মানুষ কোথায় যাইবে? ১৯৫৭ সালের ২১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় একজন স্বতন্ত্র সদস্য দাঁড়াইয়া তাত্পর্যপূর্ণ কিছু শ্লেষ কথা বলিয়াছিলেন, যাহার মর্মার্থ হইল–ইহারা (দায়িত্বপ্রাপ্তরা) বলিবে দক্ষিণে, কিন্তু উত্তরে যায়;/ সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচে, / জলে শিলা ভাসে, বানর সংগীত গায়।

মনে রাখিতে হইবে, হাদিসে নাজাত পাওয়ার জন্য প্রথমেই জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা বলা হইয়াছে। এই জন্য বলা হয় যে, জিহ্বার কারণে মানুষ ৩০টিরও বেশি গুনাহতে লিপ্ত হইতে পারে। যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার চাইতে ‘জিহ্বা সংযত রাখা’ বেশি কঠিন। এই জন্য রাসুল (সা.) ইরশাদ করিয়াছেন–‘যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস :৭৮৫৪)। সুতরাং বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বেশি কথা বলিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখেন–এই কথাটি তাহার কি না-বলিলেই নহে? হজরত আলি (রা.) বলিয়াছেন যে, যদি শরীরের কোনো অঙ্গে বিষ থাকে তাহা হইল–বাগ্যন্ত্র। (কাওয়ায়েদুন নবওয়্যাহি :২৯৯)। যথার্থ অর্থেই জিহ্বার বিষ এতটাই বিষাক্ত যে উহা অনেক অর্জনই তছনছ করিয়া দিতে সক্ষম। জিহ্বা একই সঙ্গে হিতকর এবং অনিষ্টের মূল। ইহার দ্বারা অন্যকে বন্ধু বানানো যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, মানুষের চোখের জল মুছিয়া দেওয়া যায়। আবার ইহার দ্বারাই অন্যকে প্রবলভাবে ক্ষতবিক্ষত করা যায় এবং পরম শত্রু বানানো যায়। এই জন্য যাহারা বিজ্ঞবান, তাহারা ভাবেন–কী দরকার এত কথা বলিবার? মনে রাখিতে হইবে, সৃষ্টিকর্তা আমাদের একটি মুখ কিন্তু দুইটি কান দিয়াছেন। ইহার মাজেজা হইল–তুমি কম বলো, বেশি করিয়া শোনো। কিন্তু আমরা কতজন তাহা বুঝি বা মানি?

•••••••••••••

নির্বাচনী বন্ডের নামে যেভাবে ‘রাজনৈতিক চাঁদাবাজি’

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, এবার ভারতের নির্বাচন হতে পারে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ব্যয়বহুল। এরই মধ্যে নির্বাচনী বন্ড নিয়ে ফাঁস হওয়া তথ্য জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। নির্বাচনী বন্ড ও এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট-এ লিখেছেন **গ্যারি শিহ ও অনন্ত গুপ্ত**।

মহেন্দ্র কুমার জালান একজন ভারতীয় শত কোটিপতি। তাঁর খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ছিল। দুগ্ধ খামার ছিল। বাণিজ্যিক আবাসন নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ছিল। এই ধরনের অনেক ব্যবসা ছিল তাঁর। ২০১৯ সালে সরকারি সংস্থাগুলো তাঁর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অপরাধের অভিযোগে তদন্ত শুরু করলে তিনি তাঁর অর্থকড়ি অন্য খাতে সরিয়ে ফেলতে শুরু করেন।

সদ্য প্রকাশিত একটি রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় জনতা পার্টিকে (বিজেপি) জালানের কোম্পানিগুলো গোপনে লাখ লাখ ডলার চাঁদা দিয়েছিল। নতুন রেকর্ডে দেখা গেছে, জালানের বিরুদ্ধে যখন কেন্দ্রীয় তদন্ত হচ্ছিল, সে সময়টাতে বিজেপিকে তিনি চার কোটি ২০ লাখ ডলার উপহার দিয়েছিলেন। জালানের এই ঘটনা ভারতের রাজনীতিতে চাঁদা দেওয়া-নেওয়া সংক্রান্ত ভূরি ভূরি ঘটনার একটি। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি ব্যাংককে ‘নির্বাচনী বন্ড’-এর ক্রেতা এবং প্রাপকদের নাম প্রকাশ করতে বাধ্য করার পর জনসাধারণের মধ্যে এখন ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। ২০১৭ সালের অর্থ বিলের মাধ্যমে আইনে একগুচ্ছ সংশোধনী এনে ভারতে মোদি সরকার ২০১৮ থেকে নির্বাচনী বন্ড চালু করেছিল। এর ফলে কোনো ব্যক্তি বা করপোরেট সংস্থা রাজনৈতিক দলগুলোকে চাঁদা দিতে চাইলে, বন্ড কিনে সংশ্লিষ্ট দলকে দিতে হবে। এক হাজার, দশ হাজার, এক লাখ, দশ লাখ এবং এক কোটি টাকা মূল্যের বন্ড পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে সেই বন্ড ভাঙিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু কে, কত টাকা দিচ্ছেন, তা বোঝা যাবে না। এই বন্ডের ফলে করপোরেট সংস্থার পাশাপাশি বিদেশিরাও টাকা দিতে পারতেন রাজনৈতিক দলগুলোকে। যার বিনিময়ে ব্যক্তি বা সংস্থা ১০০ শতাংশ কর ছাড় পেত। এই ব্যবস্থায় কোম্পানিগুলো নিজেদের পরিচয় গোপন করে রাজনৈতিক প্রচারণায় সীমাহীন পরিমাণে চাঁদা দিতে পারত। গত ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট এই বন্ড প্রথাকে অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছেন। একইসঙ্গে আগের তথ্য প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন।

ফলস্বরূপ যে তথ্য উপাত্ত সামনে এসেছে, তা ভারতীয় রাজনীতি-যন্ত্রের একটি বিরল চিত্র দেখিয়েছে। তাতে দেখা গেছে, ২০১৮ সাল থেকে ভারতীয় কোম্পানিগুলো রাজনৈতিক দলগুলোকে দুই শ কোটি ডলার চাঁদা দিয়েছে। আর এই অর্থের অর্ধেকই গেছে ক্ষমতাসীন বিজেপির থলিতে।

জাতীয় নির্বাচন শুরু হওয়ার মাত্র সপ্তাহ কয়েক আগে ফাঁস হওয়া এই তথ্য জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচন হতে যাচ্ছে ভারতে। এই নির্বাচনের খরচ দেড় হাজার কোটি ডলার পর্যন্ত হতে পারে। এই খরচ ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের খরচকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

রেকর্ডের তথ্য অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে কোম্পানি যত বড় সরকারি কাজ পেয়েছিল, সে কোম্পানি তত বড় অঙ্কের চাঁদা দিয়েছে। (এটি অবশ্য সারা বিশ্বে চর্চিত একটি প্রথা) তবে এ ক্ষেত্রে আরও আকর্ষণীয় একটি প্যাটার্ন ছিল। সেটি হলো: একেবারের ওপরের সারিতে থাকা প্রথম ৩০টি করপোরেট দাতা প্রতিষ্ঠানের প্রায় অর্ধেকই নির্বাচনী বন্ড কেনার সময় সরকারি তদন্তের মুখে পড়েছিল। এ বিষয়ে ভারতের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা যে অনিষ্পন্ন উপসংহার টেনেছেন, তা উদ্বেগজনক। তাঁরা এই সরকারি তদন্তের বিষয়টি দেখে মনে করছেন, হয় ভারতীয় শত কোটিপতি ব্যবসায়ীরা তাঁদের সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিয়মিত ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন; না হয় বিজেপি-নিয়ন্ত্রিত সরকার চাঁদাবাজি করার জন্য তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে।

নয়াদিল্লির সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ-এ কর্মরত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ নীলাঞ্জন সরকার বলেছেন, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো কয়েক দশক ধরে তাদের ‘ক্ষমতা খাটানো ও বলপ্রয়োগের জন্য বহুল পরিচিত’। তিনি বলেছেন, ‘গত ১০ বছরে সরকারের দমন পীড়নের মাত্রা কমেনি; পরিবর্তন বলতে যা কিছু হয়েছে, তা হলো আর্থিক তদন্তের মাধ্যমে দমন বেড়েছে এবং হয়রানির হাতিয়ারগুলো শক্তিশালী হয়েছে।’

নীলাঞ্জন বলেছেন, ‘এ ক্ষেত্রে যদিও “ফেল কড়ি মাখ তেল”-এর বিষয়টি প্রমাণিত নাও হতে পারে, তবে নতুন উপাত্ত দেখে মনে হবে, সরকারের নজরদারি সংস্থাগুলোর দিক থেকে আসা আইনি পদক্ষেপ ঠেকাতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে হয়েছে।’

যেহেতু বিজেপি বন্ড চালু করেছে এবং এই বন্ডের সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করেছে তারা, সেহেতু এই তথ্য প্রকাশের পর বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের ‘স্বাস্থ্য’ নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আগামী এপ্রিলে শুরু হতে যাওয়া নির্বাচনে (যার মাধ্যমে মোদি তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হচ্ছে) স্বচ্ছভাবে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে কিনা তা নিয়েও সংশয়ের অবকাশ তৈরি হয়েছে।

New form
of Corruption
Electoral Bond.
ansparency
Electoral Bond
Electoral Bond

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নির্বাচনী হাওয়া উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোদি সরকার বিরোধী দলের বেশ কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে। তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে। এ ছাড়া সবচেয়ে বড় বিরোধী দল কংগ্রেস পার্টির প্রচুর অর্থ জমা আছে–এমন বেশ কয়েকটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে।

সর্বশেষ নির্বাচনী বন্ডের তথ্য সামনে আসার পর এখন মোদির সমালোচকেরা বলছেন, এই তথ্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ক্ষমতাসীন দল তহবিল সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় নেমে অন্যায্য সুবিধা নিয়ে থাকে।

দিল্লি এবং পাঞ্জাব রাজ্যে ক্ষমতাসীন আম আদমি পার্টির নেতা ও দিল্লি সরকারের মন্ত্রী অতিশী রাজনৈতিক দলের প্রচারণা তহবিলে এই চাঁদাদানকে ব্যবসায়ীদের ‘টাকশালের রক্ষাকবচ’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতিশী বলেছেন, ‘আশির দশকে বলিউডের ছবিতে দেখা যেত, বোম্বের ডন ব্যবসায়ীদের কাছে রাস্তার মাস্তানদের পাঠিয়ে বলত, “টাকা দিন, কেউ আপনার গায়ে কোনো আঁচড় কাটতে পারবে না। ” ’ তিনি মনে করেন, মোদি সরকারও সেই ডনের ভূমিকায় চলে গেছে। অতিশী বলেছেন, ‘কোনো ক্ষমতাসীন দল যাতে নির্বাচনে জেতার জন্য তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে, সেই দিক লক্ষ্য করে নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে ডিজাইন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই কাঠামোটিকে টুকরা টুকরা করে ফেলা হয়েছে।’

গত ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত মোট দেড় শ কোটি ডলারের নির্বাচনী বন্ড কেনা হয়েছে। এর মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৭২ কোটি ৮০ লাখ ডলারের বন্ড। অর্থাৎ বিজেপির পরে থাকা মোট ৭টি দল যা পেয়েছে, তার চেয়ে বিজেপির আয় হয়েছে বেশি। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর সামগ্রিক আর্থিক সুবিধা আরও বিস্তৃত বলে ধারণা করা যায়। কারণ নির্বাচনী বন্ডগুলো নির্বাচনী প্রচারাভিযানের অর্থায়নের একটি ভগ্নাংশ মাত্র। এর বড় অংশের জোগান নগদ আকারে আসে।

মোদির পরিচ্ছন্ন ও ব্যবসাবান্ধব ভাবমূর্তির ওপর নির্ভরশীল বিজেপি নির্বাচনী বন্ড ইস্যুতে তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েছে। এ নিয়ে তারা প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধ্য হয়েছে। একটি প্রচার সমাবেশে মোদি বলেছেন, তিনি দুর্নীতির মূলোৎপাটন প্রশ্নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তাঁর তদন্তকারী সংস্থাগুলো যে কোনো ধরনের গোপন উদ্দেশ্য ছাড়াই মামলাগুলো তদন্ত করছে। বিজেপির মুখপাত্র শাজিয়া ইলমি ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেছেন, ‘বিরোধীদের যদি মনে হয় আমরা আমরা কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছি, তাহলে তাদের উচিত সংবাদমাধ্যমের সামনে কান্নাকাটি না করে আদালতে যাওয়া।’ তিনি বলেন, ‘আমরা দেশের সবচেয়ে বড় দল। তাই কেন মানুষ আমাদের ওপর আস্থা রাখে, সেটি স্পষ্ট।’

এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, ২০১৪ সালে মোদি ক্ষমতায় আসার অনেক আগে থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছিল।

নির্বাচনে যাতে নগদ টাকার খেলা চলতে না পারে সে জন্য ২০১৭ সালে মোদির অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি নির্বাচনী বন্ড চালুর প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সে বছর অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) নামের একটি নাগরিক সংগঠন, কমন কজ ইন্ডিয়া নামের আরেকটি সংগঠন এবং কমিউনিস্ট পার্টি এক জোট হয়ে এই প্রস্তাবকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করে। তাদের বক্তব্য ছিল, এই সব বেনামি বন্ড প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক স্বচ্ছতাকে বাড়াবে না, বরং কমাবে। এই জানুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট তাদের পক্ষ নিয়ে নির্বাচনী বন্ডের লেনদেনের বিবরণ প্রকাশের নির্দেশ দেন।

এডিআর-এর হয়ে কাজ করছেন জগদীপ ছোকার নামের একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তিনি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কীভাবে অর্থ এবং সুবিধার লেনদেন হয়েছে তার একটি স্বাধীন তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতের এক দল রাজনৈতিক গবেষক ও সাংবাদিক সম্প্রতি একটি দীর্ঘ তালিকা উন্মোচন করেছেন। সেখানে তাঁরা শুধু বিজেপিকে নয় বরং বিজেপির অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে সন্দেহজনক চাঁদা দেওয়া জ্বালানি টাইকুন, টেলিকম সংস্থা, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম এবং একজন ‘লটারি রাজা’র নাম ও তাদের লেনদেনের বিবরণ প্রকাশ করেছেন।

শরৎ চন্দ্র রেড্ডি নামের একজন ওষুধ ও প্রসাধন সামগ্রী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ২০২২ সালে সিবিআই তদন্ত করেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি মদের লাইসেন্সের বিনিময়ে আম আদমি পার্টিকে ঘুষ দিয়েছিলেন। রেকর্ড বলছে, রেড্ডিকে হাজতে নেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে তিনি বিজেপির তহবিলে উপহার দিতে ৬৬ লাখ ডলারের বন্ড কিনেছিলেন। পরে রেড্ডিকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এই রেড্ডিই আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধে মোদি সরকারের করা মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছিলেন এবং তাঁর সাক্ষ্যের কারণেই আম আদমির বেশ কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তারের পথ তৈরি হয়।

আম আদমির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রচারণা শুরু করতে যাবেন, ঠিক এমন সময়ে (গত সপ্তাহে) তাঁকে জেলে ভরে দেওয়া হয়েছে। রেড্ডির কোম্পানি অরবিন্দ ফার্মার মুখপাত্র দীপ্তি ক্ষত্রীকে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে আমরা অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি সাড়া দেননি।

রাজনৈতিক দলগুলোকে আরও যাঁরা মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে কিউইক সাপ্লাই চেইন। এটি মুম্বাইয়ের একটি অস্পষ্ট পরিচয়ের প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কর্মকর্তাদের এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন কোম্পানি রিলায়েন্স-এর অফিশিয়াল ইমেইল ঠিকানায় যোগাযোগ রাখতে দেখা গেছে। রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে, কিউইক তার ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে সামান্য লাভের কথা জানালেও ওই সময়টাতেই বিজেপিকে তারা চাঁদা দিয়েছে ৫ কোটি ডলার।

রিলায়েন্সের একজন মুখপাত্র বলেছেন, কিউইক ‘রিলায়েন্সের কোনো অঙ্গ সংগঠনেরও সহযোগী নয়’। তবে বিজেপিকে চাঁদা দেওয়া কিউইকের সঙ্গে রিলায়েন্সের সামগ্রিক সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর তিনি সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি।

রাজনৈতিক দলগুলোকে বন্ড উপহার দেওয়ার নামে চাঁদা দেওয়ার অনুশীলন কতটা ব্যাপক হয়ে উঠেছে তা বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি অর্থের নির্বাচনী বন্ড কেনা ব্যক্তির দিকে তাকালে বোঝা যাবে। এই ব্যক্তির নাম মার্টিন সান্তিয়াগো। তিনি একজন জুয়া খেলা ও লটারি ব্যবসায়ী। তাঁকে সারা ভারতে সবাই ‘লটারি কিং’ নামে চেনে। প্রথম জীবনে দিনমজুরি করা এই ব্যক্তি পরে তামিলনাড়ু রাজ্যে জুয়া খেলার মোগল হয়ে ওঠেন। তিনি শুধু বিজেপিকে নয়, বরং বিজেপির ছোট প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোকেও বন্ডের মাধ্যমে চাঁদা দিয়েছেন। সান্তিয়াগো একাধিক রাজ্যে ঘুষ দেওয়া, জালিয়াতি করা এবং জমি বাজেয়াপ্ত করার অভিযোগের মুখে পড়েছেন। এই ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস পার্টিকে ৬ কোটি ডলার, তাঁর নিজের রাজ্যের দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগম পার্টিকে ৬ কোটি ডলার এবং মোদির দলকে মাত্র ১ কোটি ২০ লাখ ডলারের বন্ড উপহার দিয়েছেন। মার্টিনের করপোরেট সেক্রেটারিকে এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য অনুরোধ করলেও তিনি কোনো জবাব দেননি।

সব শেষে আসি জালানের কথায়। তিনি একটি মধ্যম মানের ইস্পাত ব্যবসাকে একটি বিস্তৃত নানামুখী ব্যবসায় পরিণত করেছেন। পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় দুগ্ধ কোম্পানি তাঁর মালিকানাধীন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত।

এই ব্যবসায়ী কলকাতায় তাঁর বনসাই গাছ ও ক্যাকটাসে ভরা ৪৭০০ বর্গফুটের ছাদ বাগানওয়ালা ১১ তলা সুরম্য পেন্টহাউস এবং স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দহরম মহরম সম্পর্কের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগে সরকারি তদন্ত শুরু হওয়ার পর ২০১৯ সালে তিনি নির্বাচনী চাঁদা দানে উদার হয়ে যান এবং সেই বছরের জাতীয় নির্বাচনে বিজেপির নির্বাচনী বন্ডের তিনি একজন বড় দাতা হয়েছিলেন।

জালানের কেভেনটার গ্রুপের মুখপাত্র সুপর্ণা মুকাদুম মন্তব্য চেয়ে ইমেলের জবাব দেননি।

গ্যারি শিহ ওয়াশিংটন পোস্ট-এর ভারতীয় ব্যুরো প্রধান এবং অনন্ত গুপ্ত ওয়াশিংটন পোস্ট-এর ভারতীয় ব্যুরোতে গবেষণারত সাংবাদিক।

রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে রাখাইনদের ক্ষেপিয়ে তুলছে মায়ানমারের সেনাবাহিনী

পল গ্রিনিং

রাখাইন রাজ্যে মায়ানমারের জান্তা সরকার আবার ‘জাতিগত বিভেদের কার্ড’ খেলতে শুরু করেছে। রাখাইন ও রোহিঙ্গাদের অনেকে সেই ফাঁদে পড়েছে। আরও স্পষ্ট করে বললে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা গোঁড়া, তারা জান্তার খেলায় পুতুলের মতো নাচতে শুরু করেছে।

রোহিঙ্গা ও রাখাইনদের মধ্যে সম্পর্ক গত ছয় বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি হয়েছে। অনেকগুলো ঘটনা ও উদার কর্মকাণ্ড এই সম্পর্ক উন্নতিতে ভূমিকা রেখেছে।

২০১৮-১৯ সালে মায়ানমারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে আরাকান আর্মির (এএ) যুদ্ধের সময় রোহিঙ্গারা রাখাইনদের খাবার ও পরিবহন দিয়ে সমর্থন দিয়েছিল। কালাদান নদী পার হয়ে রাখাইনদের পালিয়ে যেতে রোহিঙ্গা মাঝিরা সহায়তা করেছিলেন। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে খেলার প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। এসব প্রতিযোগিতার আয়োজক রোহিঙ্গা ও রাখাইন সম্প্রদায় ও আরাকান আর্মি।

ঘূর্ণিঝড় মোচার পর রোহিঙ্গারা যে যৎসামান্য সহযোগিতা পেয়েছে, তা তারা রাখাইনদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। রোহিঙ্গারা সিত্তে শহরে এখন শান্তিপূর্ণভাবে চলাফেরা করতে পারে।

যা-ই হোক, এখনো অনেক মানুষ আছেন, যাঁদের মধ্যে শিক্ষার ঘাটতি আছে, যাঁরা কোনো কিছুর ভালো-মন্দ চিন্তা করতে পারেন না এবং অন্য সম্প্রদায়কে এখনো পুরোনো কুসংস্কার দিয়ে বিচার করেন।

রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যাঁরা রাখাইন রাজ্যের বাইরে কিছুদিন ধরে বাস করছেন অথবা যাঁদের জন্ম অন্য দেশে, তাঁরা এখনো রাখাইনদের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করে চলেছেন।

টুইটারে (এখন এক্স) একজন টুইট করেছেন এই বলে যে ‘আরাকান রোহিঙ্গাদের রাজ্য’। আরেকজন টুইট করেছেন, ‘লড়াই ছাড়া ন্যায় প্রতিষ্ঠার বিকল্প পথ নাই’। এ টুইটগুলো প্ররোচনামূলক। এই টুইটগুলো পুরোনো ধ্যানধারণার রাখাইনদের মধ্যে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই রাখাইনদের মধ্যে এই উদ্বেগ রয়েছে যে রোহিঙ্গারা তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র চায়। এখন যখন রাখাইন রাজ্যে জান্তার সেনাবাহিনী ব্যাপক পরাজয়ের মুখে, তখন তারা মরিয়া হয়ে আবারও জাতি কার্ড খেলতে শুরু করেছে। কিছুদিন আগে, সিত্তে শহরের কাছে রোহিঙ্গা-অধ্যুষিত অঞ্চল অং মিনগালারে ডাকাতি ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আরাকান আর্মির ঘাড়ে দায় চাপানো হয়। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে যে এ ঘটনার পেছনে জান্তা সরকারের প্রক্সি বাহিনী আরাকান লিবারেশন আর্মি (এএলএ) দায়ী। এর কয়েক দিন পর, সিত্তেতে অবস্থিত অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের (আইডিপি) শিবির থেকে ৪০০ রোহিঙ্গাকে নিয়ে আসা হয়। দেশব্যাপী সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগের যে আইন পাস করেছে জান্তা সরকার, তার অংশ হিসেবে ক্যাম্প থেকে তাঁদের নিয়ে আসা হয়। দুই সপ্তাহের সামরিক প্রশিক্ষণের পর তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়। এ কাজের পেছনে জান্তা সরকারের উদ্দেশ্য হলো, আরাকান আর্মির সঙ্গে যুদ্ধে এই রোহিঙ্গারা যেন নিহত হন।

২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক গণহত্যার পর এটা খুব করে পরিষ্কার, রোহিঙ্গারা জান্তা সরকারের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে মোটেই ইচ্ছুক নন। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া রোহিঙ্গাদের প্রশিক্ষণের ভিডিও দেখে রাখাইনদের কেউ কেউ ভাবছেন, রোহিঙ্গারা জান্তা সরকারের সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন। অনেকে রোহিঙ্গাদের বিদ্রূপ করছেন ও হুমকি দিচ্ছেন। এর ফলে রোহিঙ্গাদের অনেকে সিত্তে শহরের বাজারে যেতে ভয় পাচ্ছেন।

১৯ মার্চ বুথিডাং শহরে আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের প্রতিবাদ করতে বাধ্য করা হয়েছে। প্রতিটি পরিবার থেকে একজনকে সেই প্রতিবাদে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁদের হাতে প্ল্যাকার্ড ধরিয়ে দেওয়া হয়। একই দিন মংডুর কাছাকাছি কেয়িন তান গ্রাম থেকে ৫০ জন রোহিঙ্গাকে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ধরে নিয়ে যায় জান্তা সেনারা।

বেশির ভাগ রাখাইন বোকার মতো এই বিশ্বাস করতে রাজি নন যে যে সামরিক বাহিনী রোহিঙ্গা গণহত্যা চালিয়েছে, তাঁরা জান্তার পক্ষ হয়ে লড়াই করবেন। কিন্তু বিস্ময়করভাবে রাখাইনদের কেউ কেউ সেটা বিশ্বাসও করছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বুথিডাং শহরের ওই প্রতিবাদের পর একজন রাখাইন নারী টিকটক ভিডিওতে রোহিঙ্গাদের বিদ্রূপ করে ‘কালা’ (খুবই অসম্মানসূচক শব্দ) বলেছেন ও হুমকি দিয়েছেন। একজন বর্ণবাদী ধর্মগুরু মিথ্যা প্রচার চালিয়ে বলেছেন, ৩০০ জন মুসলমান মসজিদ থেকে ‘জিহাদ’ চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এসেছেন।

এ খবর পাওয়া গেছে যে বুথিডাং শহরে কিছু আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির (আরসা) সদস্য রোহিঙ্গাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। বিষয়টি জান্তা সরকার জানে। এই জল্পনা আছে যে জান্তা সরকার আরসাকে সহযোগিতা করছে। ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে আরসা যখন প্রথম দৃশ্যপটে হাজির হয়, তখন থেকেই গুজব আছে যে আরসার সঙ্গে সেনাবাহিনীর যোগসূত্র আছে।

রোহিঙ্গাদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে জানা যাচ্ছে, বুথিডাং শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ২০ মার্চ আগুন লাগে। এতে প্রায় এক হাজার রোহিঙ্গা গৃহহারা হয়েছেন। গুজব ছড়িয়েছে, রোহিঙ্গা চরমপন্থীদের সঙ্গে নিয়ে আরাকান আর্মি আগুন দিয়েছে।

আগুনের উৎস সম্পর্কে এই লেখক নিশ্চিত নন। জান্তা সরকার কীভাবে গুজব ছড়াতে ও জাতিগত সংঘাত উসকাতে ব্যবহার করছে, আগুনের এই ঘটনা তার দৃষ্টান্ত।

আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে সর্বশেষ প্রতিবাদটি হয়েছে ২৩ মার্চ সকালে সিত্তে শহরের বুমে রোহিঙ্গা বসতিতে। এবার রোহিঙ্গাদের হুমকি দেওয়া হয় যে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে না গেলে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হবে। প্রায় এক হাজার রোহিঙ্গা এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেয়, যাদের অধিকাংশ ছিল শিশু। সাদাপোশাকের পুলিশ প্রতিবাদ কর্মসূচি তদারক করে। সামরিক জান্তার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারা সেটা রেকর্ড করে।

রাখাইন রাজ্যে বড় বিপর্যয় দেখে জান্তা সরকার যত দ্রুত সম্ভব জাতিগত বিভক্তি তৈরি করতে চাইছে। প্রশ্ন হলো, জান্তার এই খেলায় রাখাইন ও রোহিঙ্গারা কতটা প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন। সেটা নির্ভর করবে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে রাখাইনদের মিলমিশ কতটা গভীর হয়েছে, তার ওপর।

পল গ্রিনিং, জাতিসংঘের সাবেক কর্মকর্তা

দ্য ইরাবতী থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

পারস্পরিক নির্ভরতায় সুষ্ঠ জীবন নিয়ে সেমিনার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে এবং বালুরঘাট বিএড কলেজের সহযোগিতায় বালুরঘাট বিএড কলেজের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হলো "নেচার ম্যান সিমবায়োসিস : অ্যান অ্যাভিনিউ টু সাসটেইনেবিলিটি" শীর্ষক একদিনের সেমিনার। এই সেমিনারের মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুশান্ত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দেবব্রত মিত্র। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আগামী পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে সাধারণ মানুষের কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়, তার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন অধ্যাপক সুশান্ত চক্রবর্তী। সেমিনারের শুরুতে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সমবেত সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। তারপর উপস্থিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক এবং মেমেন্টো দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক দেবব্রত মিত্র বলেন, 'এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলতে সকলের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রী যারা রয়েছে তাদের আগামী প্রজন্মের জন্য অনেক কিছু করা প্রয়োজন।' বালুরঘাট বিএড কলেজের কর্ণধার ড. নব কুমার দাস জানান, 'এমন আয়োজন করতে পেরে কলেজ কর্তৃপক্ষ গর্বিত।'

ব্যবসায়ীকে মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে অপহরণের চেষ্টা

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে অপহরণের চেষ্টা চলল এক ব্যবসায়ীকে। ধাক্কাধাক্কিতে বাইক থেকে পড়ে পা ভেঙেছে তাঁর। লোকজন চলে আসায় চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। রবিবার বেলা ১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পোলবার অমরপুরে। জখম হয়েছেন চুঁচুড়ার পল্লিশ্রীর বাসিন্দা, পানমশলা ও সুপারি ব্যবসায়ী দীপক সাহা ওরফে মৃণাল। চুঁচুড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। মৃণালের ছেলে দেবাশিস থানায় অভিযোগ করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, অপহরণের চেষ্টার মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খুঁজছে পুলিশ।

সুগন্ধার কাছে মৃণালের কারখানা আছে। বাড়ি থেকে স্কুটি বা গাড়িতে সেখানে যাতায়াত করেন তিনি। মৃণাল জানান, বেলা ১টা নাগাদ কারখানা থেকে স্কুটি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। অমরপুর মাঠের কাছে পাঁচ-ছ'টি বাইক ওভারটেক করে সামনে এসে পথ আটকায়। প্রতি বাইকে দু'তিন জন করে ছিল। সকলের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলে দাবি মৃণালের। আগ্নেয়াস্ত্র মাথায় ঠেকিয়ে মৃণালকে একটি বাইকে ঠেসেঠুসে তোলা হয়।

ধাক্কাধাক্কিতে বাইক থেকে পড়ে যান তিনি। ততক্ষণে রাস্তায় লোকজন চলে এসেছে। চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

হাসপাতালে শুয়ে মৃণাল বলেন, "আমার সঙ্গে কারও শত্রুতা নেই। হঠাৎ করে কেন অপহরণ করার চেষ্টা হচ্ছিল, বুঝতে পারছি না।" তাঁর দাবি, কাউকে চিনতে পারেননি। তবে, বলতে শুনেছেন, "চল তোকে দাদার কাছে নিয়ে যাব।" মৃণাল বলেন, "কোন দাদার কথা ওরা বলছিল জানি না।" সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা হুগলির প্রার্থী মনোদীপ ঘোষের অভিযোগ, "এ রাজ্যে আইনের শাসন ক্রমশ তলানিতে ঠেকেছে।"

বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, "কোনও অবস্থাতেই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে আপোষ করা হবে না। দুষ্কৃতী কার্যকলাপ আমরা বন্ধ করবই।" তাঁর বক্তব্য, 'কোনও দলের নেতারা দুষ্কৃতীদের উস্কানি দিলে সেটাও দেখা হবে।"

চুরির বাইক মালিককে ফেরাল খয়রাসোল থানা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ২০১৯ ও ২০২১ সালে চুরি হয়ে যায় দুটি মোটরসাইকেল ঝাড়খন্ডের গিরিডি ও ধানবাদ জেলা থেকে।স্থানীয় থানা এলাকায় এনিয়ে চুরির অভিযোগ দায়ের হলেও ফিরে পাওয়ার আসা একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিলেন গাড়ির মালিকগণ। ঘটনাচক্রে গত ১৩ ই মার্চ খয়রাশোল থানার পুলিশ পাণ্ডবেশ্বর থেকে খয়রাশোল রাস্তার উপর পাঁচটি অবৈধ কয়লা ভর্তি মোটরসাইকেল আটক করে মামলা রুজু হয়। এরপর তদন্তে বেরিয়ে আসে আটককৃত পাঁচটি বাইকের মধ্যে দুটি চোরাই মোটরসাইকেল। যারমধ্যে একটি ঝাড়খণ্ডের গিরিডির টাউন থানাতে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে এবং অন্যটি ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে ধানবাদ জেলার সরাইডেলা থানা এলাকা থেকে চুরির অভিযোগ দায়ের হয়। খয়রাসোল থানার ওসির নির্দেশানুসারে তদন্তকারী অফিসার তৎক্ষণাৎ উক্ত গাড়ি দুটির ভেইকেল পার্টিকুলার্স বার করে গাড়ির প্রকৃত মালিকদের নাম ঠিকানা জানার সাথে সাথে সেই এলাকার থানার সাথেও যোগাযোগ করেন। কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক ঝাড়খন্ড রাজ্যের ধানবাদ জেলার ঝরিয়া থানার অন্তর্গত হেমন্ত কুমার পাঠক আজ ১ এপ্রিল তার চুরি যাওয়া মোটরসাইকেলটি ফিরে পেলেন খয়রাসোল থানার তৎপরতায়। চুরি যাওয়ার পাঁচ বছর পর নিজের গাড়ি ফিরে পাওয়ায় স্বভাবতই চোখে মুখে হাসির রেখা পাশাপাশি খয়রাশোল থানা তথা বীরভূম জেলা পুলিশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অন্যজনও খুব শীঘ্রই গাড়ি নিতে আসবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। আদালতের নির্দেশ মোতাবেক তাকেও গাড়ি ফেরত দেওয়া হবে বলে খয়রাসোল থানা সূত্রে জানা যায়।

নির্বাচনী প্রচারে বেহাল রাস্তার হাল ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দেবের

সন্ন্যাসী কাউরী ● পাঁশকুড়া

আপনজন: রবিবার পাঁশকুড়ায় নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুললেন দেব। প্রচারে এসে রাস্তার বেহাল দশা দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেব। নিত্যযাত্রী ও সাধারন মানুষের দুর্ভোগ যন্ত্রণার কথা স্বীকার করে দ্রুত রাস্তা নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিলেন সাংসদ ও ঘাটালের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেব।

রবিবার পাঁশকুড়া ব্লকে নির্বাচনী প্রচারে এসে জশোড়া থেকে মাইশোরা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি জায়গায় পথসভা করেন এবং বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেব (দীপক অধিকারী)। এদিন যশোড়া থেকে রোড শো করে এসে দ্বিতীয় তারাপীঠ মন্দির ও বিকড়া কালি মন্দিরে পুজো দেন তিনি।

মাইশোরা অঞ্চলের অন্তর্গত রাধাবল্লভপুর বাজারে পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি এই নির্বাচনে হারি বা জিতি এই রাস্তা তৈরি করবার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করব। তিনি আরো বলেন আমি মানুষের জন্য কাজ করতেই রাজনীতিতে এসেছি। আপনারা ভোট দেন বা নাই দেন আমি আপনাদের সামনে কথা দিয়ে গেলাম রাস্তার কাজ যাতে দ্রুত শুরু যায়, সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। জশোড়া থেকে বলরামপুর পর্যন্ত প্রায় ১২ কিমি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থা হয়ে পড়ে রয়েছে। অননেক জায়গায় তৈরি হয়েছে যেন মরণফাঁদ। ভাঙ্গাচোরা রাস্তার উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয় স্কুল পড়ুয়া, প্রসূতি, মুমূর্ষ রোগী ও নিত্যযাত্রীদের। দুর্ভোগ যন্ত্রণা চরমে পৌঁছায় বর্ষাকালে। খানাখন্দে জল জমে থাকায় অসুবিধায় পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের।

এলাকার বাসিন্দা ও গ্রামীণ চিকিৎসক চন্দন পাল বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে। ভাঙাচোরা কিছু কিছু জায়গায় গর্ত খানাখন্দের ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের রাস্তা তৈরীর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলেছেন। যদি রাস্তাটি দ্রুত মেরামত করা হয় তাহলে আমরা খুশি হব। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এদিন পাঁশকুড়া ব্লকের কেশাপাট এবং মাইসশোরা অঞ্চলে বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে অংশগ্রহণ করেন।

নির্বাচনী প্রচারে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁশকুড়া ব্লক সভাপতি সুজিত রায়, সহ-সভাপতি শ্রীকান্ত হাজরা, পাঁশকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নন্দকুমার মিশ্র, জাইদুল ইসলাম, জামশেদ আলী সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। দেবকে দেখার জন্য রাস্তার দুই ধারে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

ঝড়ের প্রভাব পড়েছে মাথাভাঙ্গায়ও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: কোচবিহার জেলার সুখটাবাড়ি এলাকার সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের স্মৃতি তাজা করল জলপাইগুড়ির বার্নিশ বাড়ি এলাকার ঝড়। সেই সময়েও ছিল রমজান মাস ২০২২ আর এবার রমজান মাস ২০২৪। কয়েক মিনিটের প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে শত শত ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ। মাথা গোছানো ঠাঁই পর্যন্ত নেই। ঝড়ের ভয়ংকর চিত্র না দেখে বোঝানো সম্ভব নয়। যারা স্বচক্ষে দেখবে ঝড়ের এই তান্ডব তারাই একমাত্র উপলব্ধি করতে পারে এ কি রকম ভয়ংকর ঝড়! নিমেষেই দশকের পর দশক ধরে গড়ে তোলার সেই বাড়িঘর গুলো খরকুটোয় পরিণত। ঝড়ের প্রভাব পড়েছে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গায়। সেখানেও ঝড়ের ক্ষতি হয়েছে বেশ বড় ধরনের। ঝড়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রশাসনিক মহলে উদ্ধার কার্যে তৎপরতা শুরু হয়েছে। বিধ্বংসী এই ঝড় গুলোতে প্রশাসনিকভাবে উদ্ধারকার্য সম্পূর্ণ করে ওঠা সম্ভব হয় না।

এমতাবস্থায় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও জনদরদি মানুষগুলো নিজ নিজ উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধারকার্যে। এরই ধারাবাহিকতায় নিরপেক্ষ প্রতিবাদী মঞ্চ তথা নিপ্রম তাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে দ্যা কুরআন স্টাডি সার্কেলের জলপাইগুড়ির সাথীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। নিপ্রমের কোচবিহার জেলা কমিটিও ঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় উদ্ধার কার্যে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ডানকুনি প্রেস ক্লাবে ইফতার মজলিশ

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: ইফতারে মজলিশে সম্প্রীতির বার্তা দিল ডানকুনি প্রেস ক্লাব। এদিন ডানকুনি প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয়ে মজলিশে ইফতারের আয়োজন করা হয়। প্রায় সব রকম ফল সহ হালিমও ছিল ইফতারের মেনুতে। ক্লাবের কোষাধক্ষ্য সেখ মাবুদ আলি নিজ হাতে হালিম রান্না করে পরিবেশন করেন। নির্ধারিত সময় ইফতার সম্পন্ন হয় ডানকুনি প্রেস ক্লাবে। উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ সম্পাদক হাসিবুল মোল্লা সহ অন্যান্য সদস্যরা। ক্লাব সভাপতি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রমজান মাসে রোজা রাখেন মুসলিমরা। তবে আমরা মানব ধর্মে বিশ্বাসী তাই ক্লাব সদস্যরা মিলে ইফতারে অংশগ্রহণ করে সম্প্রীতির বার্তা দিলাম।

যুবকের মৃতদেহ ঘিরে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: ফের উত্তপ্ত পুরাতন মালদার সাহাপুর এলাকার মন্ডলপাড়া এলাকায়। জানা গেছে সংশ্লিষ্ট এলাকার তাপস দাস নামে বছর ত্রিশের এক যুবক তাকে বাড়ি থেকে ডেকে এনে খুন করা হয় এবং আজ সকালে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয় বাড়ি থেকে ৩০০ মিটার দূরত্বে। আর এই ঘটনার পর রীতিমতো এলাকায় তীব্র চঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার এর দাবি তুলে সকাল থেকেই পথ অবরোধের শামিল হন পরিবারসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা।

পরিবারের লোকেদের বক্তব্য পুলিশ তাদেরকে আশ্বাস দেয় যে আজ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সেই দুষ্কৃতীদেরকে গ্রেফতার করবে। সেই সময় তাদের অবরোধ তুলে নেন। এদিকে বিকেলে বাড়ি ফিরে ওই যুবকের নিথর দেহ বাড়ি ফিরতেই শোকের বন্যায় ভেসে পড়ে পরিবার সহ গোটা এলাকা। এখন পর্যন্ত দোষীরা গ্রেফতার হয়নি এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি তুলে ফের ছাতিয়ান মোড় এলাকায় নালাগোলা রাজ্য সড়কে মৃতদেহ রেখে অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন এলাকার মানুষজনেরা।

ইন্দাসে খড়ের পালুইতে বিধ্বংসী আগুন

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হঠাৎ খড়ের পালুইতে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাধারণ মানুষদের মধ্যে ব্যাপক চঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন বিধ্বংসী চেহারা নেয়। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের ফ্রেন্ডস ক্লাবের সামনে থাকা একটি খড়ের পালুইতে।

স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায় বাসুদেব সাঁতরা নামের এক ব্যক্তির খড়ের পালুইতে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে এলে প্রথমে তারাই সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় সোনামুখী ফায়ার ব্রিগেডকে এবং তড়িঘড়ি ফায়ার ব্রিগেডের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আশেপাশে বসতবাড়ি থাকলেও কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে কিভাবে খড়ের পালুইতে আগুন লাগলো ইতিমধ্যেই তার তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। সোনামুখী ফায়ার ব্রিগেডের ওসি অরিন্দম রায় বলেন , সাধারণ মানুষদের সহযোগিতায় আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছি। তবে ঠিক কিভাবে আগুন লাগল তা এখনই স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।

ছাগল চুরি করার দায়ে গণধোলাই

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ছাগল চুরি করে পালাতে গিয়েও শেষরক্ষা হল না দুই চোরের।ছাগল সহ দুই চোরকে ধরে গণধোলাই দিল উত্তেজিত জনতা।ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বালাপাথার গ্রামে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস ওই দুই চোরকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়।পুলিস জানিয়েছে,ধৃত দুই চোরের নাম মনিরুল ইসলাম(২৩) ও জাবেদ আলি(১৮)।তাদের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মানকিবাড়ি। ধৃতরা জেরায় চুরির কথা স্বীকার করেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন দুপুরে ওই দুই যুবক বালাপাথার গ্রামের মাঠ থেকে বাইকে করে একটি ছাগল চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল।দূর থেকে বাসিন্দারা ছাগল চুরির ঘটনাটি দেখতে পেলে শোরগোল পড়ে যায়।বাসিন্দারা তাদের পথ আটকে ধরে ফেলেন।ইতিমধ্যে যাদের ছাগল তারাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান।চোররা অসংলগ্ন কথা বলতে থাকলে শুরু হয় গণধোলাই।দুই চোরকে গাছে বেঁধে বেধড়ক পেটায় উত্তেজিত জনতা। খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস তাদের গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়।

ট্রাক্টর চালককে মারধরের অভিযোগে বিএলআরও অফিসের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন: এক ট্রাক্টর চালককে মারধরের অভিযোগ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক এর গাড়িচালকের বিরুদ্ধে।

ঘটনায় ব্লক ভূমি ও ভূমিষ্ঠ সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকের দপ্তরের সামনে সোমবার বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ট্রাক্টর চালক এবং মালিকেরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় থানার আইসি সহ বিরাট পুলিশ বাহিনী। যদিও মারধরের ঘটনাটি অস্বীকার করা হয়েছে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এর আধিকারিকের তরফে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের এর ঘটনা।অভিযোগ, সোমবার বালুরঘাট ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক এর গাড়ির ড্রাইভার এক ট্রাক্টর চালককে চড় মেরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেন। এরপরেই বেশকিছু ট্রাক্টরের চালক ও গাড়ির মালিক বালুরঘাট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় বিএলআরও অফিস চত্বরে। কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা সহ কমবেট ফোর্স। পরবর্তীতে আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধি দল বিএলআরও এর সাথে দেখা করেন এবং তাদের অভিযোগ জানান।

এ বিষয়ে অভিযোগকারী ট্রাক্টর চালক জানান, 'আমাকে আজ কোন কারণ ছাড়াই গাড়ি থেকে চড় মেরে নামিয়ে দেন বিএলআরও অফিসের এক গাড়ি চালক। কোন কারণ ছাড়াই আমাকে কেন চড় মেরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হলো তারই প্রতিবাদে আজ আমরা বিলের অফিসে প্রতিবাদ জানাতে সামিল হয়েছি।'

এবিষয়ে বালুরঘাট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক বিভাস বিশ্বাস জানান, 'এরকম কোন খবর আমার কাছে নেই। এই ঘটনার কোন সত্যতা নেই। আজ সকালে আমরা অভিযানে বেরিয়ে ছিলাম। দুটি গাড়িকে আটক করা হয়েছে। সরকারের যে নির্দেশিকা রয়েছে সেটাই মেনে চলা হচ্ছে। বালি চুরির বিশেষ খবরাখবর থাকলেই আমরা যথাযথ আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করি।'

পাথর বোঝাই ডাম্পার উল্টে জখম চালক

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: পাথর ও ডাস্ট বোঝাই একটি ডাম্পার উল্টে গেল সাঁইথিয়া থানার অন্তর্গত ময়ূরাক্ষী নদীর উপর তালতলা অস্থায়ী ভাষা ব্রিজের ধারে। সোমবার ভোররাতে মল্লারপুরের দিক থেকে সাঁইথিয়ার দিকে একটি ডাম্পার করে পাথর ও ডাস্ট বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ঠিক সে সময় ডাম্পারের চালকের অন্যমনস্কতার কারণে তালতলা ভাষা ব্রিজের নিচে উল্টে যায় ওই ডাম্পারটি। আর যার ফলে ডাম্পারে থাকা সমস্ত পাথর ও ডাস্ট নদীর উপরেই উল্টে যায়, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জখম হয় গাড়িতে থাকে চালক ও খালাসি।

পরপর মন্দিরে চুরি হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ফের পরপর চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে। রবিবার রাতে জগৎবল্লভপুরের বাদেবেলিয়া মহিষগোট এলাকায় দুটি মন্দির ও একটি গোডাউন ভেঙে চুরি হয় লক্ষাধিক টাকার সরঞ্জাম, সোনার গহনা ও নগদ টাকাপয়সা। পরপর চুরির ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয়দের। সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে আসে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে। গাড়িতে থাকে চালক ও খালাসি।

আদিবাসী শিশুদেরকে শিক্ষামুখী করতে কর্মসূচি

এম মেহেদী সানি ● গোপালনগর

আদিবাসী ঐক্য মঞ্চ

আপনজন: দলিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিশুদেরকে উত্তরণের পথ দেখাতে এবং শিক্ষা অর্জনে অনুপ্রাণিত করতে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল অল বেঙ্গল আদিবাসী ঐক্য মঞ্চ। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোপালনগরের শ্রীমন্তপুর গ্রামের শতাধিক আদিবাসী শিশুদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন সংগঠনের সভাপতি রতন দাস, সহ-সভাপতি বুলু মুন্ডারা। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গির্জার সিস্টার নিলডা টেটে। তিনিও এদিন আদিবাসী শিক্ষার্থীদের এগিয়ে চলার জন্য অনুপ্রেরণা জোগান। সংগঠনের সভাপতির রতন দাস বলেন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার অর্জনে এবং অভাব অভিযোগ সমস্যার কথা জানতে আমরা আদিবাসী পাড়ায় উপস্থিত হই, সেই সাথে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকি। তারই অংশ হিসাবে আমরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের নব প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাদেরকে শিক্ষামুখি করতে শিশুদের অনুপ্রেরণা জোগাতে আমরা তাদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছি।' শিশুদেরকে আনন্দ দিতে আদিবাসী নৃত্যের পাশাপাশি ধামসা মাদলও বাজাতে দেখা যায়। দলিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাপনের কষ্টের কাহিনী তুলে ধরে এ দিন সংগঠনের পক্ষ থেকে মূলত সরকারকে উদ্দেশ্য করে রতন বাবু বলেন, 'দলিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের দিকে সরকার যেন সুনজর দেন।' আমরা সকলেই যেন মিলেমিশে থাকতে পারি, আমরা কখনোই যেন দলিত আদিবাসী সম্প্রদায়কে পিছিয়ে পড়া না ভাবি তাহলেই আমরা আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে পারবো, বলে দাবি রতন দাসের।

উরস মোবারক ঘনশ্যামচকে

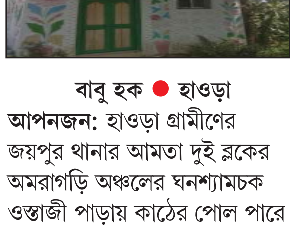

বাবু হক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণের জয়পুর থানার আমতা দুই ব্লকের অমরাগড়ি অঞ্চলের ঘনশ্যামচক ওস্তাজী পাড়ায় কাঠের পোল পারে শুক্রবার দিনে ৫ এপ্রিল উরস মোবারক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান সেবাইত সেখ রেজাউল ওয়াহেদ মহম্মদ মনিরুল হক। রাজ্যের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে হজরত কোরবান শাহ্ ওলি আউলিয়ার বংশধর ও হুগলি জেলার আরামবাগ এলাকার খানাকুল থানার রামচন্দ্রপুরের পরবর্তী সময়ে বংশধর তৎকালীন হাওড়া জেলার আমতা থানার দক্ষিণ অমরাগড়ি গ্রামে তার পর জয়পুর থানার ঘনশ্যামচক ওস্তাজী পাড়ায় পীরে কামেল শাহ্ সূফী সাধক শিক্ষক চিকিৎসক হজরত সেখ আব্দুল ওয়াহেদ চিস্তি কাদেরীর বাৎসরিক উরুশ মোবারক অনুষ্ঠিত হবে পীরের সিলসিলা মোতাবেক।

ভাঙড় প্রেস ক্লাবে দাওয়াত-ই ইফতার

DAWAT-E-IFTAR
Sunday, 31st March, 2024
Naina Banquet
Hosted by:
BHANGAR PRESS CLUB

সোমবার ভাঙড় প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে হয় দাওয়াত-ই-ইফতার।

বাবলা অদ্বৈত পাঠ মন্দিরে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: শতাব্দী প্রাচী সপ্তম দল তিথিকে কেন্দ্র করে বাবলা অদ্বৈত পাঠ মন্দিরে চলছে বাবলার দোল উৎসব। শান্তিপুর আর বৈষ্ণব ধর্ম একে অপরের পরিপূরক। সেরকমই শান্তিপুরে সপ্তম দল উৎসব উপলক্ষে চলছে অদ্বৈত আচার্যের পূজা পাঠ এবং আবির খেলা। শান্তিপুর জুড়ে দোল সপ্তম দোলে অনুষ্ঠিত হয়।

রদ্রিগোর জোড়া গোলে শিরোপার আরও কাছে রিয়াল

আপনজন ডেস্ক: দুর্দান্ত রদ্রিগোয় লা লিগার শিরোপা জয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। ঘরের মাঠে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে রিয়ালের জয় ২-০ গোলে। ম্যাচের দুই অর্ধে গোল দুটি করেছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রদ্রিগো। এ জয়ে পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধানটা আটে নিয়ে গেল রিয়াল। ৩০ ম্যাচ শেষে রিয়ালের পয়েন্ট ৭৫, সমান ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট ৬৭।

নিষেধাজ্ঞার কারণে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর এ ম্যাচে খেলতে পারেননি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তাঁর অভাবটা বুঝতেই দেননি রদ্রিগো। ম্যাচের ৮ মিনিটে একক নৈপুণ্যে ওপরে উঠে জোরালো শটে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন রদ্রিগো। ৭৩ মিনিটে অসাধারণ ফিনিশিংয়ে করেন দ্বিতীয় গোল।

ম্যাচের পর দলের খেলা নিয়ে উচ্ছ্বসিত আনচেলত্তি বলেছেন, ‘আন্তর্জাতিক বিরতিতে অনেক খেলোয়াড়ের জাতীয় দলের হয়ে খেলে আসাকে বিবেচনায় নিলে এটা কঠিন একটা ম্যাচই ছিল। সত্যি কথা হচ্ছে আমরা খুব ভালোভাবে শুরু করেছি এবং দ্রুত আক্রমণে গিয়েছি। রক্ষণের দিক থেকেও আমরা জমাট এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলাম, খুব বেশি ঝুঁকিও নিইনি।’

জোড়া গোল করে দলকে জেতানো রদ্রিগোকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন রিয়ালের ইতালিয়ান কোচ, ‘রদ্রিগো খুবই ভালো খেলেছে এবং ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ম্যাচের একেবারে শুরুতে সে গোল করেছে।’

এই জয়ে শিরোপার আরও কাছে পৌঁছে গেল রিয়াল। তবে এখনই শিরোপার কথা না ভেবে নিজেদের কাজ করে যাওয়ার কথা বলেছেন আনচেলত্তি, ‘আমরা এটা নিয়ে ভাবছি না। প্রতিটি ম্যাচ জিততে হবে আমাদের। লিগ এখনো উন্মুক্ত। তবে আমরা এগিয়ে আছি এবং আমাদের প্রতিটি ম্যাচ জেতার চেষ্টা করতে হবে।’

এ ম্যাচে জোড়া গোলসহ চলতি মৌসুমে সব মিলিয়ে ১৩ বার লক্ষ্যভেদ করেছেন রদ্রিগো। গুঞ্জন আছে, এমবাপ্পে রিয়ালে নাম লেখালে বিক্রি করা হতে পারে তাঁকে। বিক্রি না হলেও তাঁর জায়গা হতে পারে বেঞ্চে। এ বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেছেন, ‘এমবাপ্পে এলে আমাকে বেঞ্চে বসতে হবে কি না? কোচের জন্য এটা এক মধুর সমস্যা হবে।’

আইপিএলে এসে গেছেন ‘মাথায় মারা পেসার’

আপনজন ডেস্ক: ‘আমি কখনোই বিশ্বের সবচেয়ে গতিসম্পন্ন বোলার হতে চাইনি। এই স্বপ্ন দেখিনি কখনো। সেটা হতে চাই-ও না। আমি বিশ্বের সেরা বোলার হতে চাই’—টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মায়াঙ্ক যাদব এটুকু বলে একটি পার্থক্যও বোঝালেন। গতি-ই যে সব নয়, সেরা হতে হলে আরও কিছু দক্ষতাও লাগে, ‘যত কম সম্ভব রান দিয়ে ধারাবাহিক হতে চাই। গতি আমার বিশেষ সংযুক্তি। কিন্তু আরও কিছু বিষয় আছে, যেমন লাইন-লেংথ, বলটা কোথায় ফেলতে হবে—পেস এসবের পেছনে শক্তি বড় জোর।’

মায়াঙ্ক—নামটা সম্ভবত অপরিচিত নয়। আইপিএলে গত শনিবার পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে তাঁর অভিষেক। বল করেছেন ঘণ্টায় ১৫৫ কিলোমিটারের ওপরে। ২৭ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরাও ২১ বছর বয়সী এই ফাস্ট বোলার। তবে চোখে লেগে আছে মায়াঙ্কের গতিটা। লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের হয়ে অভিষেকে তাঁর প্রথম ওভারে প্রথম তিনটি ডেলিভারিই ছিল ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার গতির বেশি, তৃতীয়টি ১৫০!

নিজের পরের ওভারে গতিটা আরও বেড়েছে। প্রথম বলেই ঘণ্টায় তুলেছেন ১৫৫.৮ কিলোমিটার—এবারের আইপিএলে যা সর্বোচ্চ। তখন প্রভু যাদবের হৃদয়টা নিশ্চয়ই গর্বে ভরে গেছে! মনে মনে তিনি কি ফিরে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে যখন মায়াঙ্কের বয়স ১৪ বছর, আর প্রভু ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার কার্টল অ্যামব্রোসের পাঁড় সমর্থক। তখন ১৪ বছর বয়সী সন্তানের ভেতর একটি ‘বীজ’ রোপণ করেছিলেন প্রভু।

মায়াঙ্ক দিল্লিতে এক কারখানায় কাজ করতেন। পুলিশের গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন বানানোর কারখানায় কাজ করতেন প্রভু। দিনের কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে ভেঙ্কাটেশ্বরা কলেজে অনুশীলন করছিল সনেট ক্রিকেট ক্লাব। সেখানে বোলিং করছিলেন মায়াঙ্ক। ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রভু—যেটাকে পাঞ্জাবের বিপক্ষে মায়াঙ্কের গতিময় বোলিংয়ের বীজ বলতে পারেন। অ্যামব্রোসের গল্প বলেছিলেন প্রভু। ছেলের আইপিএলে অভিষেকের পর প্রভু দাহকালের সেই গল্পই বলেছেন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে, ‘তাকে অ্যামব্রোসের একটি গল্প বলেছিলাম…তুই জানিস, সবাই ওকে (অ্যামব্রোস) কেন ভয় পেত? কারণ, ও তাদের (ব্যাটসম্যান) মাথায় মারত। তুই-ও যদি ব্যাটসম্যানদের মনে ভয় ঢোকাতে চাস, তাহলে তোকেও একই কাজ করতে হবে।’

‘সার পে মারনেওয়ালা বোলার!’ কথাটা হিন্দিতে। প্রভুর পরামর্শ পাওয়ার পর মায়াঙ্ক ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন দিল্লি ক্রিকেটের ভয়ংকরতম ফাস্ট বোলার। তাঁকে নিয়ে দিল্লির ক্রিকেটে ওই কথাটা প্রচলিত হয়ে ওঠে—সার পে মারনেওয়ালা বোলার; বাংলায়—যে বোলার মাথায় মারে!

পাঞ্জাবের বিপক্ষে শনিবার মায়াঙ্ক যখন একই কাজ করছিলেন, উত্তেজনা ধরে রাখতে পারেননি ব্রেট লি। অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি ‘এক্স’-এ পোস্ট করেন, ‘ভারত নিজেদের সবচেয়ে গতিময় বোলারকে পেয়ে গেছে। নিখাদ গতি। অসাধারণ।’

মায়াঙ্কের চোখ সেরা হওয়ায় ঠিক আছে। গতি যে পছন্দ করেন না, তা কিন্তু নয়। শুধু গতিকেই প্রাধান্য দিতে তিনি নারাজ। তাই বলে গতির নেশায় পড়ে না কে? মায়াঙ্কের গতি ভালো লাগে। সেটা শুধু ক্রিকেটে নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও। পাঞ্জাবের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে বলেছেন, ‘গতিময় কোনো কিছু জীবনযাপনেও ভালো লাগে। রকেট, জেট ও সুপারবাইক ভালো লাগে। গতি রোমাঞ্চ জাগায়।’

সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে মায়াঙ্ক ঘণ্টায় ১৫৩ কিমি গতি তোলার পর নির্বাচকদের নজরে ছিলেন। সেটি গত ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ভারতের পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য। এর আগে জানুয়ারির মধ্যে মায়াঙ্কের পাঁজরের চোট থেকে পুরোপুরি ফিট হয়ে ওঠার প্রত্যাশা করা হচ্ছিল, কিন্তু সেটি হয়নি। সেই হতাশা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের কাছে জানিয়েছেন এভাবে, ‘৬০ শতাংশ ফিট হতে পারলেও আমি এক পায়ে ভর করে খেলতাম।’

দিল্লিতে বিরাট কোহলি যেখানে বড় হয়েছেন, সেখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে মোতিনগর। এখানেই বেড়ে উঠেছেন মায়াঙ্ক, এখানেই তাঁর ঘর। বাবার সঙ্গে পেস বোলিং নিয়ে খুনসুটি করতে করতে জোরে বোলিংয়ের প্রেমে পড়েছেন। বাবার পছন্দ অ্যামব্রোস, ছেলের পছন্দ ডেল স্টেইন। দক্ষিণ আফ্রিকান কিংবদন্তি না খেললে ঘরে সাধারণত টিভিতে ক্রিকেট দেখতেন না মায়াঙ্ক। তাঁর বাবা স্মরণ করেছেন সেসব দিনের স্মৃতি, ‘অ্যামব্রোস এবং ওয়ালশকে পছন্দ করতাম। অ্যামব্রোসকে বেশি পছন্দ করতাম গতি ও বাউন্সের জন্য। ওদের গল্প বলতাম তাকে (মায়াঙ্ক)।’

প্রভু এরপর বলে যান, ‘তোমার অ্যামব্রোস কি ডেল স্টেইনের মানের? সে (মায়াঙ্ক) প্রায়ই এই প্রশ্নটা করত এবং তারপর ছোটখাটো একটা দ্বৈরথ হতো—কে সেরা এটা নিয়ে। অ্যামব্রোস না ডেল স্টেইন?’

শিরোপা লড়াইয়ে ম্যানসিটিকে ‘তৃতীয় ফেভারিট’ বলছেন গার্দিওলা

আপনজন ডেস্ক: লিভারপুলের পর আর্সেনালের সঙ্গেও ড্র ম্যানচেস্টার সিটির। টানা দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট করে পায়নি চ্যাম্পিয়নরা। তাতে শিরোপা লড়াইয়ে এখন যে পিছিয়ে পড়েছে তারা, সেটা অনুভবও করতে পারছেন পেপ গার্দিওলা। লিগ জেতার কাজটা এখন আর নিজেদের হাতে নেই।

যেকারনে বাস্তবতা মেনে নিয়ে নিজেদের আর ফেভারিট মানছেন না গার্দিওলা।

রবিবার রাতে ইতিহাদ স্টেডিয়ামে আর্সেনালের সঙ্গে গোল শূন্য ড্র করেছে ম্যানসিটি। দুই দলের পয়েন্ট হারানোয় লাভ হয়েছে লিভারপুলের। ২৯ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বসেছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। লিভারপুলের চেয়ে সিটি এখন পিছিয়ে তিন পয়েন্টে। আর আর্সেনাল দুই পয়েন্টে। লিগের বাকি আছে আরও ৯টি করে ম্যাচ। এখনও অনেক কিছু ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খালি চোখে তাই লিগ রেসে লিভারপুল পরিষ্কার ফেভারিট এখন। সিটিজেন বস গার্দিওলা বলেছেন সেই কথাই,’অবশ্যই তারা ফেভারিট। যারা শীর্ষে থাকে তারাই তো ফেভারিট, দ্বিতীয় আর্সেনাল এবং এরপরে আমরা।’

শিরোপার লাগাম এখন আর নিজেদের হাতে নেই মানছেন গার্দিওলা,’এখন আর ব্যাপারটি আমাদের হাতে নেই। আমরা কেবল পরের ম্যাচ নিতে ভাবতে পারি। নয় ম্যাচ বাকি আছে। দেখা যাক কি হয়।’

ঠাঁসা গ্যালারির সামনে বলের দখল ছিল পেপ গার্দিওলার পায়েই কিন্তু আর্লিং হালান্ডরা আক্রমণে ছিল বিবর্ণ। গোলের জন্য ১২ টি শট নিয়েও লক্ষ্যে রাখতে পারে মাত্র একটি। বিপরীতে গানাররা ছয় শটের দুটিই রেখেছিল অন টার্গেটে। তবে শিষ্যদের ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন গার্দিওলা,’আমি খুশি। দলের সবাইকে বলেছি কেউ হতাশ হবে না। আমার খেলোয়াড়দের আমি চিনি এবং তাদের মানসিকতা জানি। আর্সেনাল অনেক কিছুই ঠিকঠাক করেছে এবং সেই কৃতিত্ব তাদেরকে দিতে হবে।’

স্ট্রোক করে ১১ দিন ধরে হাসপাতালে গ্রায়েম পোলক

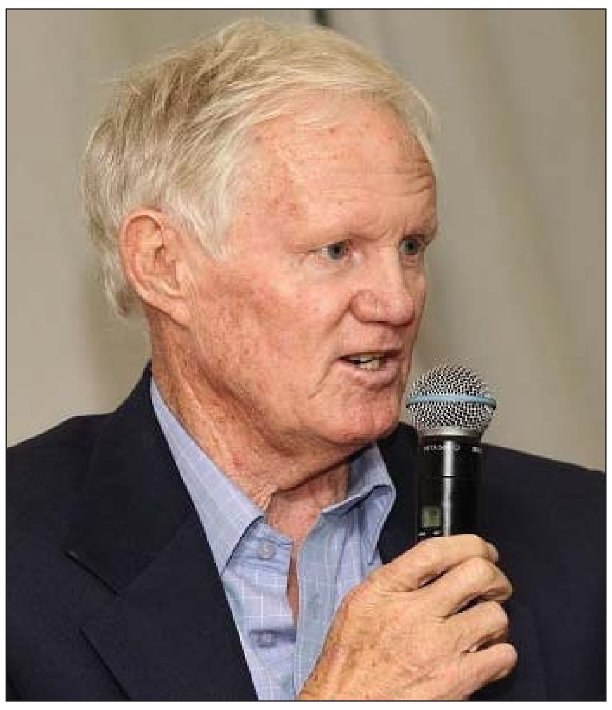

আপনজন ডেস্ক: গ্রায়েম পোলক, সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। দক্ষিণ আফ্রিকার এই কিংবদন্তি এখন হাসপাতালে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ৮০তম জন্মদিন পালন করা গ্রায়েম স্ট্রোক করে ১১ দিন আগে ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে। তাঁর এক সময়ের ট্র্যান্সভাল সতীর্থ স্পুক হ্যানলি জানিয়েছেন এই খবর। হ্যানলি জানিয়েছেন, গত শুক্রবার তিনি হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন।

হ্যানলি জানিয়েছেন, গ্রায়েমের স্ট্রোক-পরবর্তী জটিলতা তেমন বেশি নেই। তিনি হাত-পা নাড়াচাড়া করতে পারছেন, মানুষের কথাবার্তাও বুঝতে পারছেন। তবে হ্যানলি এটাও বলেছেন, শিগগিরই গ্রায়েমের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। স্ট্রোক হওয়ার আগে থেকেই খুব একটা ভালো ছিলেন না গ্রায়েম। কোলন ক্যানসার হয়েছে তাঁর, আছে পারকিনসনস রোগও।

দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটে পোলক পরিবারের বিশাল অবদান। গ্রায়েম ও তাঁর ভাই পিটার পোলক একসঙ্গে খেলেছেন নির্বাসন-পূর্ববর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার দলে। পিটার পোলকের ছেলে শন পোলক তো ইতিহাসের অন্যতম সেরা পেস-বোলিং অলরাউন্ডার। গ্রায়েমের বাবা ও ছেলেও খেলেছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট, দুজনেরই নামের প্রথম অংশ অ্যান্ড্রু।

অনেকের চোখেই ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা বাঁহাতি ব্যাটসম্যান গ্রায়েম পোলক। ডন ব্র্যাডম্যান বাঁহাতি ব্যাটসম্যানদের মধ্যে শুধু গ্যারি সোবার্সকেই গ্রায়েমের সমকক্ষ মনে করতেন। সেই গ্রায়েম দক্ষিণ আফ্রিকা নির্বাসনে যাওয়ার আগে খেলেছেন ২৩টি টেস্ট। এই ২৩ টেস্টে ৬০.৯৭ গড়ে ২২৫৬ রান করেছেন, ৭ সেঞ্চুরি। তাঁর সর্বোচ্চ টেস্ট ইনিংস ২৭৪। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এটিই ছিল টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ। টেস্টে যারা কমপক্ষে ৪০ ইনিংস ব্যাট করেছেন তাঁদের মধ্যে ব্যাটিং গড়ে গ্রায়েমের ওপরে আছেন শুধু ব্র্যাডম্যান।

সেই বিশাখাপট্টনম, এই ধোনি—মাঝে ১৯ বছর

আপনজন ডেস্ক: ‘ইন দ্য গ্রাউন্ড অব মেমরিস’। বাংলা করলে দাঁড়ায়—স্মৃতিমেদুর সেই মাঠে। বিশাখাপট্টনমের গ্রাউন্ডসম্যানদের সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির তোলা একটা ছবি পোস্ট করে ওপরের ক্যাপশন দিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। দল হারলেও ধোনির মুখে হাসিটা স্পষ্ট। এ মৌসুমে আবার চুল লম্বা রেখেছেন।

২০০৫ সালে বিশাখাপট্টনমের ওই দিনেও ধোনির চুল লম্বাই ছিল। পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান খেলেছিলেন ১৪৮ রানের ইনিংস। ভারতের কোনো উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ রানের ইনিংসের রেকর্ড ছিল সেটি (যেটি সে বছর ধোনি নিজেই ভাঙেন জয়পুরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অপরাজিত ১৮৩ রান করে)। ধোনি দিয়েছিলেন তাঁর আগমনী বার্তা।

মাঝে ১৯ বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু স্মৃতিমেদুর ওই মাঠে যেন বদলায়নি কিছুই। দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে গতকাল চেন্নাই হেরেছে ঠিকই। কিন্তু হারার আগে ধোনি দেখিয়েছেন ঝলক। যে ঝলক এক ধাক্কায় আপনাকে নিয়ে যাবে স্মৃতির রাজ্যে, হয়তো ১৯ বছর পেছনের কোনো দিনে।

এক হাতে ছক্কা ধোনির

এক হাতে ছক্কা ধোনিরআইপিএল মৌসুমের শুরুতে এবার ফিরোজ শাহ কোটলার বদলে বিশাখাপট্টনমের এ মাঠে ঘরের ম্যাচগুলো খেলছে দিল্লি ক্যাপিটালস। দিল্লির ঘরের মাঠ, সমর্থনটা তাদের পক্ষেই হওয়ার কথা ছিল বেশি।

কিন্তু ধোনি নামার পর যেন বদলে গেল সব। বিশাখাপট্টনমে রাতের সবচেয়ে জোরাল উল্লাসটা এল তখন। শিগগিরই সেটিকেও ছাড়িয়ে গেল পরেরগুলো।

এ মৌসুমে ধোনি গতকালই প্রথম ব্যাটিংয়ে নামলেন। শিবাম দুবে আউট হওয়ার সময় চেন্নাইয়ের সমীকরণ ছিল বেশ কঠিন—২৩ বলে ৭১ রান। সে সমীকরণ ধোনি মেলাতে পারেননি। তবে বিশাখাপট্টনমকে বিনোদন দিয়েছেন ঠিকই।

মুকেশ কুমারের প্রথম বলে স্কয়ার লেগ দিয়ে চার। এর আগে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ধোনি সর্বশেষ ব্যাটিং করেছিলেন ২০২৩ সালের মে মাসে—৩০৭ দিন আগে। কিন্তু নামটা যখন ধোনি, তখন সময় যেন মিলিয়ে যায়। মুকেশের শেষ বলে মারলেন আরেকটি চার। এরপর দিনের সেরা বোলার খলিল আহমেদকে ছক্কা এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে। শেষ ওভারে আনরিখ নর্কিয়া, চেন্নাইয়ের দরকার ৪১ রান। ধোনিও হয়তো জানেন, সেটি সম্ভব নয় আর।

কিন্তু বাইরে থেকে কেউ বিশাখাপট্টনম দর্শকদের উল্লাসের আওয়াজে ভুল বুঝতেই পারেন। মনে হবে চলছে টানটান উত্তেজনার কোনো ম্যাচ। নর্কিয়াকে কাভার দিয়ে চার মেরে শুরু করলেন। এরপর লো ফুলটসে ওয়াইড লং দিয়ে ছক্কা মারলেন এক হাত দিয়েই! দেখে কে বলবে, আগামী জুলাইয়ে ধোনি পূর্ণ করতে চলেছেন ৪৩!

শেষও করলেন ছক্কা মেরে। তাতে ২০ রানের হার আটকায়নি চেন্নাইয়ের। দুই ম্যাচ জেতার পর চেন্নাইয়ের এটি প্রথম হার, দুই ম্যাচ হারের পর ঋষভ পন্তের দিল্লির প্রথম জয়। তবে কে হারল, কে জিতল—ধোনি সমর্থকদের কাছে তখন সেটি যেন অর্থহীন। ভারতে টুইটারে (এক্সে) তখন ট্রেন্ডিং-ধোনি, থালা, মাহি, দ্য লিজেন্ড, দ্য ম্যান। ধোনি যে ফিরেছেন!

ম্যাচ শেষে উচ্ছ্বসিত চেন্নাই কোন স্টিফেন ফ্লেমিং ধোনির ব্যাটিং নিয়ে বলেছেন, ‘সুন্দর, তাই না? এমনকি মিড উইকেটের ওপর দিয়ে মারা এক হাতেরটিও (ছক্কা)। প্রাক-মৌসুমে সে দুর্দান্ত খেলছিল।’

ধোনির ব্যাটিংয়ে চেন্নাই উজ্জীবিত হয়েছে বলেও মনে করেন ফ্লেমিং, ‘গুরুতর একটা অস্ত্রোপচার করিয়ে এসেছে। পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ভালো ছিল, ব্যাটিংও দারুণ ছিল। কঠিন একটা দিনের শেষে তার ওই পারফরম্যান্স ইতিবাচক একটা ব্যাপার এনেছে। সে যে ব্যবধান ২০ রানে নামিয়ে এনেছে, রান রেটের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। দর্শনীয় ক্রিকেট খেলেছে।’

নতুন অধিনায়ক বাবরকে নিয়ে দেওয়া আফ্রিদির বিবৃত ‘মিথ্যা’!

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সাদা বলের ক্রিকেটে নতুন অধিনায়ক নিয়োগ দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। নেতৃত্বে ফেরানো হয়েছে বাবর আজমকে। নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণার পর আগের ক্যাপ্টেন শাহিন শাহ আফ্রিদির একটি বিবৃতি প্রকাশ করে পিসিবি। বিবৃতি শাহিন আফ্রিদির নয়। পিসিবি মনগড়া কথা লিখে প্রকাশ করেছে।

রোববার পাকিস্তানের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক করা হয় বাবর আজমকে। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর গ্রিন ক্যাপদের তিন ফরম্যাটের নেতৃত্ব হারিয়েছিলেন তিনি। এরপর টি-টোয়েন্টির নেতৃত্বে আসেন পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি। টেস্ট অধিনায়ক করা হয় শান মাসুদকে। বাবর রঙিন পোশাকের নেতৃত্বে ফেরায় টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব হারান শাহিন আফ্রিদি। ক্রিকইনফোর খবর, বাবরকে অধিনায়ক ঘোষণার পর পিসিবি শাহিনের একটি ভুয়া বিবৃতি প্রকাশ করে। যেখানে শাহিন বলেন, ‘পাকিস্তান জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব করতে পারাটা চূড়ান্ত সম্মানের। সবসময়ই এই স্মৃতি ও সুযোগ লালন করে যাব। দলের খেলোয়াড় হিসেবে অধিনায়ক বাবর আজমকে সমর্থন জানানো আমাদের কর্তব্য। আমি তার নেতৃত্বে খেলেছি এবং তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। মাঠ এবং মাঠের বাইরে আমি তাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। আমরা সবাই এক। আমাদের লক্ষ্যও একটাই, পাকিস্তানকে বিশ্বের সেরা দল বানানো।’

ক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে বলা হয়, মিথ্যা বিবৃতি প্রকাশের পর পিসিবির ওপর বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শাহিন আফ্রিদি। এ ব্যাপারে নাকি পাল্টা আরেকটি বিবৃতি দিতেও চেয়েছিলেন তিনি। তবে জরুরি ভিত্তিতে কথা বলে তাকে থামিয়েছে পিসিবি। আফ্রিদি অবশ্য দমেননি। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির সঙ্গে বৈঠক করার কথা তার। বাবর আজমের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে শাহিন শাহ আফ্রিদির। ক্রিকইনফো জানিয়েছে, বাবরকে নেতৃত্বে ফেরানো নয়; বরং যেভাবে তাকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, তাতে খুশি নন আফ্রিদি। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর দায়িত্ব পেয়ে পাকিস্তানকে মাত্র একটি সিরিজেই নেতৃত্ব দেন শাহিন আফ্রিদি। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ৫ ম্যাচের সেই টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৪-১ ব্যবধানে হারে পাকিস্তান।

যাদবপুরের টেবিল টেনিসে প্রথম রাসমণির তুষিতা দাস

সাইফুল লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: সুধীর রঞ্জন গুহ এবং অসিত কুমার মিত্র মেমোরিয়াল সাউথ ইন্টার ডিস্টিক টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ। ২০২৩-২০২৪ যাদবপুর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা মঞ্চ থেকে পুরস্কৃত রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী তুষিতা দাস টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় সাতজন প্রতিযোগীকে পরাজিত করে প্রথম স্থান অধিকার করে। বারুইপুরে দত্তপাড়ার বাসিন্দা তুষিতা দাস এর বাবা দিবাকর দাস জানান প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর ভিতরে প্রতিভা লুকিয়ে আছে তুষিতা দাস খেলা খুব ভক্ত হরিনাভিতে প্র্যাকটিস করার পর। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এখন সে ভালো ফলাফল করাতে আমি খুব আনন্দিত।

Since 2011
নামী, তবে দামি নয়
প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড
RIMEX
We Make Furniture For Needs
নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন
স্টীল আলমারি | স্টীল শোকেশ
ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০
rimexsteelandironofficial@gmail.com

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে
গ্রীন মডেল অ্যাকাডেমি (উঃ মাঃ)
(দিলখোস অ্যাকাডেমি) (M.CAT -এর অর্ন্তভূক্ত)
প্রতিষ্ঠাতা
ইসহাক মাদানী
বালক
(পৃথক পৃথক ক্যাম্পাস)
বালিকা
নতুন শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম ফিলাপ চলছে।
একটি উন্নতমানের আদর্শ আবাসিক / ডে-বোর্ডিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
মাধ্যমিকে সাফল্যের কিছু মুখ
Mob : 7001167827, 8145862113, 9832248082, 9647812571
পথ নির্দেশিকা : জঙ্গীপুর-লালগোলা বাস রুটে, মহলদার পাড়া / কৃষ্ণশাইল বাস স্টপেজে নেমে ১ কিমি ত্রিমোহিনী মোড়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**